পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 329 Tuesday, 3 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩২৯ সংখ্যা ✱ ১৬ কার্ত্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বিগত সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প নিয়ে এবার বড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ বিগত সরকারের আমলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। এমনকি স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে ভোগান্তির অভিযোগ এসেছিল সামনে। প্রাইভেট হাসপাতাল মানেই দুর্নীতির ছায়া-এই নেতিবাচক ধারণা বদলাতে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলির সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোম'। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিগত সরকারের সময়কার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে কোনও হাসপাতাল দুর্নীতি করলে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করা



হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত ও স্বচ্ছ করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে এই সংগঠন। তাদের মতে, স্বচ্ছতা ফেরানোর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব। সংগঠনের সম্পাদক অভিজিৎ মণ্ডল অভিযোগ করেন, আগের সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে সবসময় দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। তবে বর্তমানে সাধারণ মানুষ প্রকৃত সত্য বুঝতে পেরেছেন এবং কে দোষী তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্য সরকার এগিয়ে এলে পশ্চিমবঙ্গ যে ভবিষ্যতে 'হেলথ ট্যুরিজম'-এর ক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, সে বিষয়েও আশাবাদী এই সংগঠন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি বরদাস্ত না করার এই বার্তা রাজ্যের গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি, শুধু পুজোর মাসে ১০০০ কোটি গেল সরকারের ঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ পুজোর মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব আদায়ে বড় সাফল্য। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যে হোটেল ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে রাজ্যের জিএসটি আদায়ের ক্ষেত্রেও। শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর সময়েই হোটেল ও রেস্তোরাঁ পরিষেবা থেকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা জিএসটি আদায় করেছে সরকার গত বছরের তুলনায় এই ক্ষেত্রে জিএসটি আদায় বেড়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। রাজ্যের হোটেল ও রেস্তোরাঁ ব্যবসার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ক্ষেত্রের গড় মাসিক লেনদেন ছিল প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সেই লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাসে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগের অর্থবর্ষের মাসিক গড়ের তুলনায় পুজোর মরশুমে প্রতি মাসে ব্যবসা বেড়েছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। শতাংশের হিসেবে এই বৃদ্ধি প্রায় ৫৪ শতাংশ। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হোটেল ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়। সেটাও রাজ্যের লক্ষ্মীলাভের একটি অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এবার পুজোর আগে থেকে খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। কলকাতা সহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র অভিযান চালিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর। বিভিন্ন জায়গায় পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোথাও খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে, কোথাও সাময়িকভাবে লাইসেন্স সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। পুজো মিটে যাওয়ার পরও সেই অভিযান অব্যাহত হয়েছে।

দিল্লির বাতাসে বিষ!

তীব্র দূষণের মাঝেও বাজি পোড়ানোয় অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের, দেওয়া হল যুক্তি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বরঃ দীপাবলির আগে দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। সোমবার সকালেই রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই) ৩০০ ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে 'অতি খারাপ' পর্যায়ে। এই পরিস্থিতিতে একাধিক বিধিনিষেধ কার্যকর করলেও বাজি পোড়ানো নিয়ে কিছুটা ছাড় দিল সুপ্রিম কোর্ট।



আগামী ৭ ও ৯ নভেম্বর দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিবেশবান্ধব বাজি পোড়ানোর অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে এই ছাড় শর্তসাপেক্ষ। বাকি সময়ে বাজি পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। সোমবার বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ জানায়, ওই দু'দিন সকাল ৬টা থেকে ৭টা এবং রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। নির্ধারিত সময়ের বাইরে কোনও ভাবেই এই অনুমতি কার্যকর হবে না। হাসপাতাল, নার্সিং হোম, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রম এবং নির্দিষ্ট সাইলেন্স জোনের ৩০০ মিটারের মধ্যে বাজি পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্কুল-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশেও একই বিধিনিষেধ থাকবে। এই এলাকাগুলিকে 'বাজি নিষিদ্ধ অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এত দূষণের মধ্যেও কীভাবে বাজিতে ছাড়? প্রশ্ন ওঠার মাঝেই আদালতের পর্যবেক্ষণ, দিল্লি-এনসিআরে দূষণ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ বাজি নিষিদ্ধ করা নয়। অতীতে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেও রাজধানীতে বাজির বিক্রি ও ব্যবহার আটকানো যায়নি। তাই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই

● এরপর ৬ পাতায়...

বাসে উঠলেই গুনতে হবে ১৮ টাকা!

পরিবহণমন্ত্রীকে প্রস্তাব মালিক সংগঠনের



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ ২০১৮ সালের পর সরকারিভাবে রাজ্যে বেসরকারি বাসের ভাড়া আর বাড়েনি। রাজ্যে পালাবদলের পর ফের ভাড়া বাড়ানো নিয়ে সরব হয়েছেন বাস ও মিনি বাস মালিকরা। এদিন ফের রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে চিঠি দিল 'জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস'। সেক্ষেত্রে কলকাতায় নূন্যতম বাসভাড়া ১৮ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সংগঠনের তরফে প্রস্তাব, মহানগরে সাধারণ বাসের ক্ষেত্রে প্রথম ৪ কিমিতে ১৮ টাকা পর্যন্ত ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। এই দাবি মানলে বাসে উঠলেই গুনতে হবে ১৮ টাকা! রাজ্যের অন্যান্য জায়গার বেসরকারি বাস চলাচলের ক্ষেত্রেও ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। এসি বাসের ভাড়া বাড়ানোর আবেদনও করা হয়েছে। এর আগেও রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীর কাছে বাসভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব আবেদন রাখা হয়েছিল। পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বাস মালিক সংগঠনগুলির বৈঠকও হয়েছিল। পুজোর পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে তখন জানা গিয়েছিল। সেই আবহে আজ, সোমবার এই চিঠি দেওয়া হল মন্ত্রীকে। চিঠিতে দূরত্ব অনুসারে বাসভাড়া বাড়ানোর খসড়া দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বাসে ওঠার পরে প্রথম চার কিমি পর্যন্ত ১৮ টাকা ভাড়া দিতে হবে যাত্রীদের। এরপর নির্ধারিত কিমি অনুযায়ী ওই ভাড়া বাড়তে থাকবে। কলকাতার ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ কিমি পর্যন্ত ২০ টাকা, ৬ থেকে ৮ কিমি পর্যন্ত ২২ টাকা, ৮ থেকে ১২ কিমি পর্যন্ত ২৪ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

● এরপর ৬ পাতায়...

পরমাণু হামলার সতর্কবার্তা!

হ্যাক হল ইউক্রেনের অ্যালার্ট সিস্টেম, নিশানায় রাশিয়ার সরকারি অ্যাপও!

নিজস্ব প্রতিবেদন

চলতি রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মধ্যেই দুই দেশের জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থাকে নিশানা করে সাইবার হানার অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ইউক্রেন জুড়ে বাসিন্দাদের ফোনে পরমাণু হামলার হুমকি দিয়ে ভুয়ো সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।



অন্যদিকে, রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রকের সরকারি মোবাইল অ্যাপেও বড়সড় সাইবার হামলার অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ মানুষের কাছে ভুয়ো নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে মস্কো। সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউক্রেনের জরুরি সতর্কতা সংক্রান্ত সিস্টেম হ্যাক করে দেশজুড়ে বাসিন্দাদের ফোনে বিপদের ভুয়ো বার্তা পাঠানো হয়। একই ধরনের বার্তা সম্প্রচারের জন্য কিয়েভের রাস্তায় থাকা লাউডস্পিকারেও বাজানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি সামনে আসার পর ইউক্রেনের তরফে জানানো হয়েছে, এর পিছনে বহিরাগত হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। তবে দেশে কোনও রেডিয়েশন সংক্রান্ত বিপদ নেই বলে আশ্বস্ত করা হয় সাধারণ মানুষকে। টেলিগ্রামে ইউক্রেনের বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়,

● এরপর ৬ পাতায়...

'হেরে দিল্লিতে কান্নাকাটি করছেন', মমতাকে নিশানা নবীনের

এসআইআর মানে অনুপ্রবেশকারী হঠাও, দেশ বাঁচাও | শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি তুলে ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও কর্মসূচি করেছিল 'ইন্ডিয়া'। সোমবার তার পাল্টা কলকাতায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হঠাও' পদযাত্রা ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল তৈরি হল। কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পদযাত্রা শেষে আয়োজিত জনসভা থেকে তৃণমূলের বিগত শাসনকাল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে একযোগে নিশানা করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিতিন নবীন তোপ দেগে বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই পুরোপুরি মমতামুক্ত হয়েছে। নিজের রাজ্যে হারের ধাক্কা সামলাতে না পেরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন দিল্লিতে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন। এবার দিল্লিকেও দ্রুত রাহুলমুক্ত করতে হবে।'' অন্যদিকে, তৃণমূল ও বিরোধীদের তুলোধনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''বিরোধীদের কাছে এসআইআর যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে এসআইআরের আসল অর্থ হল- অনুপ্রবেশকারী হঠাও, ভারত বাঁচাও।'' বিরোধী শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, ''দুর্নীতি ও জেলযাত্রা থেকে



এই জনসভার মঞ্চ থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে ''বিরোধীদের কাছে এসআইআর যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে এসআইআরের আসল অর্থ হল- অনুপ্রবেশকারী হঠাও, ভারত নিজেদের বাঁচাতে, পরিবারতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে এবং তোষণের রাজনীতিকে ব্যাকডোরে ফিরিয়ে আনতে যারা আজ একজোট হয়েছে, তাদের মনে করিয়ে দিই - ২০২৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করেছে। তাই তারা আজ বাংলায় অরাজকতা তৈরি করতে চাইছে।'' এর পাশাপাশি দিমাগী নকশাল, জেহাদি, মাওবাদী, অরাজকতাবাদী ও 'টুকরে টুকরে গ্যাং' থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দেন যে, আগামী কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনে ব্যালট বাক্সে বিরোধীদের এর উপযুক্ত জবাব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, আগেই পুরসভা ভোট প্রসঙ্গে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারের বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের মূলমন্ত্রে ভরসা রেখে আপনারা রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়েছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর আর্জিতে আপনাদের পুরসভাগুলিতে 'ত্রিপিল ইঞ্জিন' দিতে হবে। হাওড়া ও কলকাতা পুরসভা আমাদের দিতে হবে, তবেই শহরের পরিকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে।''

'কখনও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না', রাহুলকে কটাক্ষ শাহর

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ২ নভেম্বরঃ বিজেপির বিরুদ্ধে যখন সুর চড়াচ্ছেন রাহুল গান্ধি, তখন পাল্টা তাঁকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার তেলঙ্গানারা হায়দরাবাদে 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হঠাও' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিজেপির এই পদযাত্রায় অংশ নিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন-র বিরোধিতা নিয়েও কংগ্রেসকে নিশানা করেন তিনি। দু'দিন আগে রাহুল গান্ধির উদ্যোগে আয়োজিত মক পার্লামেন্টের প্রসঙ্গ তুলে এদিন তাঁকে কটাক্ষ করেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''ওই কর্মসূচিতে রাহুলের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করা উচিত ছিল। কারণ, বাস্তব সংসদে কখনও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ তিনি পাবেন না।'' অন্তত ওই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে সোনিয়া গান্ধি কিছুটা খুশি হতে পারতেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাহুল গান্ধির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েও কটাক্ষ করেন অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, ''বছরে মাত্র তিন-চার মাস ভারতে থেকে, তারপর বিদেশে চলে গেলে নির্বাচনে জেতার আশা করা যায় না। রাহুলের উচিত আরও বেশি সময় দেশে থাকা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তাঁদের সমস্যার সমাধানে কাজ করা।'' সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসআইআর-র বিরোধিতা করা নিয়ে কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী



দলগুলিকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ''অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস ও তাদের জোটসঙ্গীরা।'' এর আগে একদিন আগে দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডি জোটের নেতারা যে সভা করেছিলেন, সেখানেও ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা। সেই সভাকে কটাক্ষ করে রাহুলকে নিশানা করে অমিত শাহ বলেন, ''এটা 'এটা বাঁচাও' সভা ছিল না। এটা ছিল 'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাও' সভা।'' অমিত শাহের আরও অভিযোগ, এসআইআর-এর বিরোধিতা করে ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম রাখতে চাইছে কংগ্রেস। এসআইআর নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''পুরো কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী দলগুলি এসআইআর বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কারণ, এই অনুপ্রবেশকারীরাই তাদের ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা দৃঢ়ভাবে এসআইআর-এর পাশে রয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''দেশের ভোটাধিকার শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদেরই থাকা উচিত। রাহুল গান্ধি এবং তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বিজেপি নিশ্চিত করবে, ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া হবে এবং তাঁদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।''

দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে পুলিশেরই ঝামেলা!

আধিকারিকদের বদলির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধিতায় উত্তেজনা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বরঃ আইনজীবীদের সঙ্গে সংঘাতের জেরে দুই শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে রাতারাতি বদলি করার প্রতিবাদে দিল্লি পুলিশের সদর দফতরের মূল গেটের সামনেই নজিরবিহীন ধর্না-বিক্ষোভে সামিল হলেন দিল্লি পুলিশেরই অফিসারদের



একাংশ। আর বিক্ষোভকারী পুলিশকর্মীদের রুখে দিতে আসরে নামল অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। অর্থাৎ পুলিশে-পুলিশে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হল রাজধানীতে। ঘটনাসূত্রে জানা যায়, গত ২৩ অক্টোবর শাহদণ্ডা থানায় এক বিবাদের জেরে ললিত বংশাল নামে এক আইনজীবীর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। এর পরেই স্থানীয় আইনজীবীরা থানায় চড়াও হয়ে পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও হুমকির অভিযোগ তুলে দিল্লির সমস্ত জেলা আদালতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ রেখে কর্মবিরতির ডাক দেন। আইনজীবীদের সেই বিক্ষোভ থামাতে ও পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে তড়িঘড়ি শাহদণ্ডা ডিভিশনের এসিপি মনস্বী বিশিষ্ট এবং শাহদণ্ডা থানার ওসি ইন্সপেক্টর অরুণ কুমারকে অন্যত্র বদলি করে দিল্লি পুলিশের শীর্ষ প্রশাসন। প্রশাসনের এই বদলির সিদ্ধান্তেই মারাত্মক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে দিল্লি পুলিশের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে। এর পরেই সোমবার বদলি হওয়া এসিপি মনস্বী বিশিষ্টের সমর্থনে বহু পুলিশকর্মী পুলিশ সদর দফতরের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ডিসিপি শচীন শর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাজপথ থেকে উঠে সদর

● এরপর ৬ পাতায়...

টলিউডের ২৩ গিল্ডে নতুন নেতৃত্ব! কোন সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক হলেন কারা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ টলিউডে ফেডারেশনের অধীনে বিভিন্ন গিল্ডের নির্বাচন শেষ। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর, দু'দিন ধরে ২৩টি গিল্ডে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও সরাসরি ভোটে নতুন নেতৃত্ব বেছে নেওয়া হয়েছে, কোথাও আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে কোন গিল্ডের দায়িত্ব পেলেন কারা? প্রকাশ্যে এসেছে সভাপতি ও সম্পাদকদের নাম। পরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি হয়েছেন শৈবাল মিত্র। সম্পাদক রিনা চৌধুরী। সিনে প্রোডাকশন ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু এবং সম্পাদক মহম্মদ হাসানুজ্জামান। এই দুই সংগঠনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন নেতৃত্ব। অন্যদিকে, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেম্যাটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছেন চিত্রভানু বসু, সম্পাদক স্বপন মজুমদার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর্স গিল্ডের সভাপতি গোবিন্দ প্রসাদ শীল, সম্পাদক অমিত কুমার সামন্ত। সিনে অডিও ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ক্যামেরা কেয়ারটেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উৎসব দে এবং সম্পাদক রাজীব পাল। মেকআপ আর্টিস্টস গিল্ডের সভাপতি হয়েছেন সোমনাথ কুণ্ডু। সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে। সিনে রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেশব চক্রবর্তী, সম্পাদক কাঞ্চন কুমার চট্টোপাধ্যায়। ফিল্ম



এডিটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজয় দত্ত রায় এবং সম্পাদক অলোক ধাড়া। সিনে আর্ট ডিরেক্টর্স গিল্ডের সভাপতি তন্ময় চক্রবর্তী, সম্পাদক মানস ভট্টাচার্য। ক্যালকাটা সিনে মিউজিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানব মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক সুব্রত ঘটক। এই সংগঠনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে নতুন কমিটি। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে স্টিল ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতনু মণ্ডল, সম্পাদক দীপাঞ্জন কর। সিনে ডান্সার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্লব পালিত এবং সম্পাদক পঙ্কজ শীল। এই সংগঠনেও ভোট ছাড়াই নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। কস্টিউম বিভাগের সভাপতি হয়েছেন বাপি ঘোষ, সম্পাদক অনাদি ভঞ্জ। সিনে কার্পেন্টার্স, মডেলার্স, পেইন্টার্স অ্যান্ড সেটিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি সংগ্রাম কর্মকার, সম্পাদক সঞ্জীব দাস। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে ইলেকট্রিশিয়ান্স গিল্ডের সভাপতি কার্তিক বাসাক এবং সম্পাদক দীপু সাহা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ফ্রিল্যান্স সেটিং ওয়ার্কার্স গিল্ডের সভাপতি বিমল কুমার হালদার, সম্পাদক তাপস কুমার তাঁতি। ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্টস গিল্ডের সভাপতি গোপাল রায় এবং সম্পাদক জয়দেব দাস। এই সংগঠনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তাঁরা। মুভি স্টান্টমেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানকুমার দাস, সম্পাদক চিত্ত কবিরাজ। কলকাতা সিনে অ্যান্ড টিভি ফ্রিল্যান্স ড্রাইভার্স ইউনিয়নের সভাপতি শিবু চৌধুরী, সম্পাদক ভোম্বল বারিক। এই সংগঠনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে কমিটি। জুনিয়র ও কো-আর্টিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন রাজু প্রামাণিক, সম্পাদক বিশ্বজিৎ রুদ্র। লাইটমেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোপাল মল্লিক এবং সম্পাদক সুব্রত মাঝি। ক্যাটওয়াক অ্যান্ড হ্যাঙ্গিং লাইটিং ওয়ার্কার্স গিল্ডের সভাপতি অভিজিৎ সাহা, সম্পাদক চিন্ময়

● এরপর ৬ পাতায়...

উৎসবের আবহে রাজ্যে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, খড়গপুরে বার্তা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের



খড়্গপুর, ২ নভেম্বর ঃ আসন্ন দীপাবলি, কালীপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজো যাতে রাজ্যজুড়ে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হতে পারে, তার জন্য কা। নজরদারি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রতিটি জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তদারকির জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার খড়্গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই তথ্য জানান তিনি।উসবের মরশুমে রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, গোটা পশ্চিমবঙ্গে যাতে দীপাবলি, কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো নির্বিঘ্নে এবং উসবের আবহে সম্পন্ন হয়, তার ওপর সরকার কা। নজর রাখছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুরক্ষিত রাখতে ও তদারকি করতে মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে জেলার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে।নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, উসবের দিনগুলিতে যাবতীয় প্রশাসনিক ও সুরক্ষা ব্যবস্থা যাতে ত্রুটিহীন থাকে এবং কোনও ধরনের অপ্রীতিকর বা অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে আমিও নিয়মিত বৈঠক ও পর্যালোচনা চালাচ্ছি।পুজো মণ্ডপগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, আলোকসজ্জা, অগ্নিসুরক্ষা এবং গভীর রাত পর্যন্ত জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ ও সিভিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

ভারত-ভিয়েতনাম দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদারে অজিত ডোভালের প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো সদস্য তথা জননিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী জেনারেল লুওং তাম কুয়াংয়ের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি স্তরের বৈঠকে মিলিত হলেন। সোমবারের এই বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে কৌশলগত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে।বৈঠকে দুই পক্ষই বিদ্যমান বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করে এবং নিরাপত্তা ক্ষেত্রে চলমান সহযোগিতা আরও জোরদার ও প্রসারিত করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করে। সন্ত্রাসবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তা, সামুদ্রিক নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে উভয় শীর্ষ কর্মকর্তা নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করেন। ভারত ও ভিয়েতনামের দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে উভয় পক্ষই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আস্থা ও অর্থনীতির নতুন প্রাণ সঞ্চার করছে অযোধ্যার দীপোসবঃযোগী আদিত্যনাথ



লখনউ, ২ নভেম্বর ঃ অযোধ্যা ধামের ঐতিহাসিক ও বর্ণাঢ্য ' দীপোৎসব'কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীক নয়, বরং তা স্থানীয় অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে বলে জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার সমাজমাধ্যম ' এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, অযোধ্যায় প্রজ্জ্বলিত প্রতিটি মাটির প্রদীপ স্থানীয় কুমোর, কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। একই সঙ্গে ২০১৭ সালের পূর্ববর্তী সমাজবাদী পার্টি ও বিএসপি সরকারের সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, রামনগরীর ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করার কোনও দূরদর্শিতাই তকালীন শাসকদের ছিল না।সমাজমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ লেখেন, শ্রী অযোধ্যা ধামের এই মহিমান্বিত দীপোসব এখন শুধু ভক্তদের বিশ্বাসেই নয়, স্থানীয় অর্থনীতিতেও এক নতুন গতি ও শক্তির সঞ্চার করছে। এখানে জ্বলে ওঠা প্রতিটি প্রদীপ একজন কুমোরের অক্লান্ত পরিশ্রম, একজন কৃষকের উপাদন এবং একটি দরিদ্র পরিবারের জীবিকাকে নতুন আলোর দিশা দেখাচ্ছে।২০১৭ সালে তাঁর সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি লেখেন, ২০১৭ সালের আগে এই আলোর সম্পূর্ণ অভাব ছিল। রাম নগরীর অপার সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাকে স্থানীয় কারিগর, কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করার কোনও প্রশাসনিক উদ্যোগ তখন নেওয়া হয়নি। মানুষের গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে নতুন জীবিকার সুযোগে রূপান্তর করার প্রয়োজনীয় দূরদর্শিতার চূড়ান্ত অভাব ছিল।রাজ্যের ' ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সাফল্যের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার সেই দীর্ঘমেয়াদী অন্ধকারকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী ও সফল মার্গদর্শনে লাখ লাখ প্রদীপে উদ্ভাসিত এই মহা দীপোসব আজ কুমোর, দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য কাজ ও ব্যবসার এক বিরাট দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, যে প্রদীপের আলোয় এখন অযোধ্যা আন্তর্জাতিক মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, সেই একই প্রদীপের বিক্রি বহু খেটে খাওয়া মানুষের ঘরেও সমৃদ্ধির নতুন আশার সঞ্চার করছে। উৎসবের আনন্দকে সামাজিক অর্থনীতি ও জনকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করাই এই দীপোসবের মূল দর্শন বলে দাবি করেন তিনি।

বিধানসভা ক্যান্টিনের শৌচাগারে মিলল কর্মীর নিথর দেহ, তদন্তে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা

কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা চত্বরে শৌচাগার থেকে ক্যান্টিনের এক অভিজ্ঞ অস্থায়ী কর্মীর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। সোমবার সকালে বিধানসভার ক্যাটারিং বিভাগের শৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয় ওই কর্মীর অচৈতন্য দেহ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম উমেশ চন্দ্র দাস। তিনি গত প্রায় ১৫ বছর ধরে একটি ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে বিধানসভার ক্যান্টিনে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থানীয় থানার পাশাপাশি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নেমেছে। পুরো বিষয়টি সম্পর্কে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুকেও অবহিত করা হয়েছে।পুলিশ ও বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার তিলজলা এলাকার বাসিন্দা উমেশ কাজের সূত্রে বিধানসভা ক্যান্টিন চত্বরেই রাত কাটাতেন। প্রতিদিনের মতোই সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি শৌচাগারে যান। কিন্তু সকাল ৯টা ১০ মিনিট নাগাদ দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও তিনি বাইরে না আসায় সহকর্মীদের সন্দেহ হয়। ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে এবং ডাকাডাকি করে উত্তর না মেলায় অবশেষে শৌচাগারের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন সহকর্মীরা। সেখানে মেঝেতে তাঁকে নিথর ও অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হেয়ার স্ট্রিট ও হেস্টিংস থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে মৃতের শরীরে কোনও ধরনের বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা অন্তর্ঘাতের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের তরফেও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নাকি এর পেছনে অন্য কোনও শারীরিক বা আকস্মিক কারণ রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। যেকোনো ধরনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বিধানসভার সংশ্লিষ্ট অংশটি ঘিরে রেখে অন্যান্য কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

নয়া বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ ভারতীয় বায়ুসেনার নবনিযুক্ত প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিতের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সম্প্রতি ভারতীয় বায়ুসেনার ২৯-তম প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এটিই তাঁর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক বৈঠক।সোমবার বৈঠক শেষে সমাজমাধ্যম ' এক্স'-এ নতুন বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লেখেন, তিনি একজন বিশিষ্ট বিমানযোদ্ধা, যিনি তাঁর চমকার ও দক্ষ নেতৃত্বের জন্য সুপরিচিত। আগামী দিনে তাঁর সফল ও গৌরবময় কার্যকালের জন্য আন্তরিক শুভকামনা জানাই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে দেশের সামগ্রিক আকাশসীমার নিরাপত্তা, আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া, দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ এবং সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। অভিজ্ঞ টেস্ট পাইলট হিসেবে সুপরিচিত এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিতের সুদীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা ভারতীয় বায়ুসেনার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও আধুনিকীকরণকে আরও শক্তিশালী করবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী।

১৩ কোটি ভোট চুরির অভিযোগ উড়িয়ে বারাণসী থেকে রাহুলকে কটাক্ষ সম্বিত পাত্রের

বারাণসী (উত্তর প্রদেশ), ২ নভেম্বর ঃ ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিশেষ নিবি। সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের তোলা যাবতীয় অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিলেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র। সোমবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ১৩ কোটি ভোট চুরি-র দাবিকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বলে উপহাস করেন তিনি।নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের তোপের জবাব দিয়ে সম্বিত পাত্র বলেন, আমি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই-এটি দেশের দ্বাদশ (১২তম) এসআইআর প্রক্রিয়া। এর মধ্যে ১০টি এসআইআর অনুষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেসের শাসনকালে, আর আমাদের সরকারের সময়ে মাত্র ২টি পরিচালিত হচ্ছে। অতএব, এটি একটি ধারাবাহিক ও নিয়মমাফিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এই কাজ করছি বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার উত্তর এখানেই রয়েছে। এর অর্থ কি এই যে-আপনাদের আমলে এসআইআর হলে তা ন্যায়সঙ্গত, আর আমাদের সময় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া চললেই তা অন্যায়?রাহুল গান্ধীর ১৩ কোটি ভোট কেটে নেওয়ার দাবির কড়া সমালোচনা করে বিজেপি সাংসদ প্রশ্ন তোলেন, বিরোধীদের দ্বিতীয় অভিযোগটি হলো আমরা নাকি ভোট 'চুরি করেছি, এমনকি রাহুল গান্ধী নির্দিষ্ট করে ১৩ কোটি ভোট চুরির একটি অবাস্তব সংখ্যা দাবি করছেন। আমি জানতে চাই-যদি সত্যিই দেশে ১৩ কোটি ভোট চুরি হয়ে থাকত, তবে আজ ভারতের রাজপথের চেহারা কেমন হতো? ভারতের প্রতিটি রাস্তা সাধারণ মানুষে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যেত এবং দেশজুড়ে গণবিক্ষোভের দাবানল ছড়িয়ে প।ত।তিনি দাবি করেন, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বিরোধীদের কাল্পনিক অভিযোগের কোনও মিল নেই। নির্বাচনে পরাজয়ের পূর্বাভাস পেয়েই কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিশানা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে।রাহুল গান্ধীর ১৩ কোটি ভোট কেটে নেওয়ার দাবির কড়া সমালোচনা করে বিজেপি সাংসদ প্রশ্ন

দেশবিরোধীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে বিরোধীরা, তোপ সুধাংশু ত্রিবেদীর



ভুবনেশ্বর (ওড়িশা), ২ নভেম্বর ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত বৈশ্বিক অগ্রগতিতে দেশ-বিদেশের কিছু স্বার্থান্বেষী শক্তি চরম অস্বস্তিতে পড়েছে এবং বিরোধী দলগুলি দুর্ভাগ্যবশত তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে বলে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ড. সুধাংশু ত্রিবেদী। সোমবার ভুবনেশ্বরে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে কড়া ভাষায় বিঁধে তিনি মন্তব্য করেন, ভারতের আত্মমর্যাদা ও উন্নয়ন সহ্য করতে না পেরে কংগ্রেস ও তাদের নেতৃত্ব আজ দেশের গণতন্ত্রের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর আখ্যান তৈরির অভিযোগ তুলে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, রাহুল গান্ধী ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন যে প্রতিষ্ঠানগত কারচুপির কারণেই নাকি কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরতে পারছে না। তবে আমি রাহুলজিকে বাস্তব পরিসংখ্যানের মুখোমুখি হতে বলব। গত ২৫ বছর ধরে ওড়িশায় কংগ্রেসের কোনও মুখ্যমন্ত্রী নেই। ১৯৯৫ সাল থেকে গুজরাটে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। ১৯৯০ সাল থেকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে তাঁদের কোনও সরকার নেই এই দুই রাজ্যেই ১২০টি লোকসভা আসন রয়েছে। রাহুল গান্ধী রাজনীতিতে পা রাখার অনেক আগেই যেসব রাজ্য মিলিয়ে ২৩০টি লোকসভা আসন হয়, সেখানে কংগ্রেস ১০টি আসন পাওয়ার পরিস্থিতিতেও ছিল না। তাহলে বাকি ৩০০ আসনের মধ্যে কীভাবে ২৭২টি আসন জিতে সরকার গড়ার আশা আপনি করেছিলেন? এটিই হলো রাজনৈতিক কঠিন সত্য।নির্বাচন কমিশন ও ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের তোলা কারচুপির অভিযোগ নস্যা করে বিজেপির মুখপাত্র প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম সংযোজন বা সংশোধনের কাজে নির্বাচন কমিশনের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন ১২ লক্ষ সরকারি কর্মী, যাঁদের বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি চালাতে রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করে, যাঁদের বলা হয় বিএলএ (বুথ লেভেল এজেন্ট)। দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ২২ লক্ষ বিএলএ মোতায়েন থাকেন। তাই আমি জানতে চাই, ভোটার তালিকা তৈরির সময় কংগ্রেসের বিএলএ-রা কি ঘুমাচ্ছিলেন, নাকি নেশাচ্ছন্ন ছিলেন? তাঁরা কি সেই নথিতে সই করেছিলেন, নাকি কোনও আনুষ্ঠানিক আপত্তি দায়ের করেছিলেন?তিনি অভিযোগ করেন, কোনও গঠনমূলক পর্যবেক্ষণ ছাড়াই নির্বাচনে পরাজয়ের অজুহাত খুঁজতে দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে বিরোধী জোটের শরিকদের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করে তিনি জানান, যে দলগুলি এই বিভ্রান্তিকর অভিযোগ তুলছে, কেরলে তাদের নেতারাই এসআইআর প্রক্রিয়ার সুবিধা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালিমালিপ্ত করে দেশে অরাজকতা তৈরি করাই বিরোধীদের মূল উদ্দেশ্য বলে দাবি করেন বিজেপি মুখপাত্র।

বিদেশি শক্তি ও টুলকিটের ভরসায় সরকার বদলের চক্রান্ত সফল হবে নাঃঅনুরাগ ঠাকুর



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ দিল্লির রামলীলা ময়দানে ' ইন্ডি'জোটের মহা সমাবেশ থেকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর আক্রমণের কড়া জবাব দিলেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীদের তোলা প্রশ্ন ও আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করে fA
তনি অভিযোগ করেন, বিদেশি শক্তির সাহায্যে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনৈতিকভাবে সরকার পরিবর্তনের (রেজিম চেঞ্জ) অস নীল নকশা তৈরি করছে কংগ্রেস।রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সোমবার অনুরাগ ঠাকুর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের জনগণ টানা তৃতীয়বারের জন্য এই সরকারকে নির্বাচিত করেছে। মোদী সরকার ভারতকে বিশ্বের একাদশতম অর্থনীতির অবস্থান থেকে তুলে এনে চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত করেছে। তবে এখন কিছু নেতা বিদেশি শক্তি, বিদেশি তহবিল, বিদেশি মিত্র, বিদেশি প্রভু, বহিরাগত টুলকিট এবং চটুল প্রচারের (ক্লিকবেট) ওপর নির্ভর করে ভারতের অগ্রগতি রুদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন যার কোনোটিই সফল হবে না।মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ক্ষোভ প্রদর্শন প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আসলে একটি উপলক্ষ মাত্র। সরকার বদল করার যে অস চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি তারা এঁটেছিল, তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ভারতে এই ধরনের অপচেষ্টা কখনোই সফল হবে না।ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের আন্দোলনকে রাজনৈতিক নাটক হিসেবে অভিহিত করে বিজেপি সাংসদ দাবি করেন, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ শক্তিশালী এবং দেশের জনগণ বিরোধীদের এই চক্রান্তের জবাব দেবে।

অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি-র অজিত শিবিরের ৬ নেতা, মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে শোরগোল



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন মহাযুতি জোটের সমীকরণ ও অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের আবহে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির অজিত পাওয়ার শিবিরের ছয় শীর্ষ নেতা। সোমবার রাজধানীতে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুনীল তটকরে, প্রফুল্ল প্যাটেল, ধনঞ্জয় মুন্ডে, হাসান মুশ্রীফ, ছগন ভুজবল এবং দিলীপ বলসে পাতিল।রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় অর্থ দফতরের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন-সহ রাজ্যের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জোটের সমন্বয় রক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এই নেতাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারের অনুপস্থিতিতে এনসিপি-র শীর্ষ নেতৃত্বের এই দলবদ্ধ দিল্লি সফর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

রাম মন্দিরের প্রণামী গণনার সময়েই চুরি, সুপ্রিম কোর্টে জানাল উত্তর প্রদেশ সরকার



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ অযোধ্যার শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া প্রণামী ও অনুদানের অর্থ তছরুপের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার শীর্ষ আদালতে উত্তর প্রদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মন্দিরে প্রণামীর অর্থ গণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু নির্দিষ্ট কর্মীর মাধ্যমেই এই অর্থ চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। এই মামলায় ইতিপূর্বে পেশ করা চার্জশিটের প্রেক্ষিতে এবার নিম্ন আদালতকে (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) আইন অনুযায়ী মামলার পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।সোমবার শুনানিপর্বে রাজ্যের তরফে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বিচারপতিদের জানান, তদন্তে উঠে এসেছে যে অর্থ গণনার সময়ই সুকৌশলে প্রণামীর টাকা চুরি করা হতো। তিনি আদালতকে অবহিত করেন, গণনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা সেই অর্থ নিজেদের কবজায় নিয়ে বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করত কিংবা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা রাখত। সলিসিটর জেনারেল নিশ্চিত করেন যে এই মামলায় তদন্ত সম্পন্ন করে যথাযথ ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।চার্জশিট পেশের বিষয়টি নথিভুক্ত করার পর সুপ্রিম কোর্ট সংশ্লিষ্ট ট্রায়াল কোর্টকে (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মামলাটি পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা মামলার গুণাগুণ বা মেরিটস নিয়ে কোনও নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ব্যক্ত করেনি যাবতীয় বিচারিক সিদ্ধান্ত নিম্ন আদালতই নির্ধারণ করবে। এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে মামলাটির পরবর্তী পদক্ষেপ এবার বিচারিক আদালতে বিচারাধীন থাকবে।

'মুরাসু'-র প্রভাবে বিশাখাপত্তনমে উত্তাল সমুদ্র, সতর্ক প্রশাসন

বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২ নভেম্বর ঃ তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু' অন্ধ্র উপকূলের কাছাকাছি চলে আসায় বন্দর শহর বিশাখাপত্তনম-সহ সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র চরম উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। বিশাখাপত্তনমের উপকূল ঘেঁষে আছড়ে পড়ছে দানবীয় ঢেউ, সেই সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। ভারতের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার ভোরের মধ্যে নেল্লোর এবং নরসাপুরমের মধ্যবর্তী ওঙ্গোলের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবে এটি উপকূল অতিক্রম (ল্যান্ডফল) করতে চলেছে।ল্যান্ডফলের সময় উপকূলীয় অঞ্চলে বাতাসের একটানা গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ার আকারে সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। উত্তাল সমুদ্র এবং দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে বিশাখাপত্তনম সৈকতে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের চলাচলে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। সৈকত সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলব রয়েছে।ঝড়ের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বিশাখাপত্তনম সহ অন্ধ্রের

রাশিফল

মেষঃ সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলার জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয়জনদের কাছে আপনি খোলাখুলিভাবে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করবেন।
বৃষঃ জীবনে একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার ফলে মানসিক চাপ অনুভব করবেন।
মিথুনঃ স্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। পারিবারিক দায়িত্বের জন্য আপনার মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। আপনার প্রেমিকার দিনটি একটি মিষ্টি হাসি দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলুন।।
কর্কটঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না।
সিংহ ঃ আজকের রাশিফল অত্যন্ত ইতি

শহর ও শহরতলী

পুজো পাস দুর্নীতিতে এবার ইন্দ্রনীল-কন্যাকে তলব লালবাজারে! অ্যাকাউন্টে বিপুল টাকার লেনদেনের হদিশ, হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ শনিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে স্ত্রী মধুছ ঃদা সেনকে। এবার তদন্তকারীদের নজরে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ে আভেরি সেন। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও বিপুল অঙ্কের লেনদেনের হদিশ মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সেই আর্থিক লেনদেনের উস ও কারণ জানতে সোমবার তাঁকে লালবাজারে তলব করেছে তদন্তকারীরা। দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগে ক্রমশ জোরদার হচ্ছে তদন্ত। ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে পুজোর পাস বিক্রির অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এবার তদন্তের পরিধি বাড়িয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেছে লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল। শনিবার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুছন্দা সেন। এবার লালবাজারে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হল তাঁর মেয়ে আভেরি সেনকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, আভেরির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। সেই টাকার উৎস কী, কোন সংস্থা থেকে বা কী কারণে ওই অর্থ জমা পড়েছে, তা জানতে চান গোয়েন্দরা। দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রির সঙ্গে ওই আর্থিক লেনদেনের কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আভেরির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। উল্লেখ্য, শনিবার লালবাজারে হাজিরা দিতে হয়েছিল ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী মধুছন্দাকে। যে 'মাস আর্ট' সংস্থার মাধ্যমে পুজোর প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রির





অভিযোগ উঠেছে, সেই সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। তদন্তকারীদের দাবি, ইউনেস্কোর লোগো ব্যবহারের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয় এবং সংস্থার বিভিন্ন নথিতে তাঁর স্বাক্ষর ছিল। ফলে গোটা প্রক্রিয়ায় তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা জানতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আধিকারিকরা। তদন্তে আরও উঠে এসেছে একাধিক সংস্থার নাম। পুলিশ সূত্রের দাবি, ইন্দ্রনীলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত 'থার্ড লাইন ক্রিয়েশন' নামে একটি সংস্থা 'মাস আর্ট সোসাইটি'কে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিল। ওই টাকার মধ্যে ২২.৪৭ লক্ষ টাকা 'আইস্কেপ ও জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত। শুধু পরিবারের সদস্যরাই নন, ইন্দ্রনীলের ঘনিষ্ঠ একাধিক সংস্থার কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। পুজোর প্রিভিউ শো আয়োজন, পাস বিক্রি, অর্থ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে কার কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একে একে ডেকে পাঠানো হতে পারে। অন্যদিকে, পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্যও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দাদের কাছে তাঁদের কয়েকজন জানিয়েছেন, ইউনেস্কোর লোগো দেখে তাঁরা ওই প্রিভিউ শো-তে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন। 'মাস আর্ট'-এর কর্মীরাই বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে গিয়ে এই আয়োজনের প্রস্তাব দিতেন বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি, 'মায়রা নামে দুটি সংস্থার কাছে গিয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই দুই সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ইঃদ্রনীল-কন্যার হাতে ছিল বলেও গোয়েঃ দাদের কাছে তথ্য রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই এবার আভেরিকে পুজো কমিটিগুলিকে সামান্য অর্থ এবং এলইডি গেট বসানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই গেটে বিজ্ঞাপন দেখানোর পরিবর্তে প্রায় দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হত বলে তদন্তে উঠে এসেছে। অথচ প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রি করে বিপুল অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে। সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি মামলায় তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এবার মেয়েকে তলব, পাশাপাশি একাধিক সংস্থার আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা-সব মিলিয়ে ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে তদন্তে নতুন মোড়।

এসএফআই-সিপিএমের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক বুদ্ধদেবপুত্র সুচেতন! বাবার সিঙ্গুর-স্বপ্ন পূরণে বিজেপি সরকারের উপরেই ভরসা, প্রশংসায় পঞ্চমুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ ছাত্র রাজনীতিতে এসএফআইয়ের ভূমিকা থেকে সিপিএমের অভ্যন্তরীণ দ্বিচারিতা-একাধিক বিষয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছেলে সুচেতন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বর্তমান বিজেপি সরকার শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপ করছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে খুশি হতেন তাঁর বাবা বুদ্ধদেবও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বাংলায় শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সিঙ্গুরে টাটাদের ছোট গাড়ির কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধিতা ও জমি আন্দোলনের জেরে শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। বাবার সেই আক্ষেপের কথা আজও মনে রেখেছেন ছেলে সুচেতন ভট্টাচার্য। এবার প্রকাশ্যেই জানালেন, রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিজেপি সরকারের উপর তাঁর আস্থা রয়েছে। একইসঙ্গে ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে সিপিএম এবং এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছেলে হিসেবে ছোট থেকেই আলাদা পরিচিতির চাপ সামলাতে হয়েছে সুচেতনকে। তবে নিজের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে তুলতে বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন তিনি। একসময় প্রেসিডেন্সি কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র থাকাকালীন বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। যুক্ত হয়েছিলেন এসএফআইয়ের সঙ্গে। কিন্তু সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গে ক্রমশ তাঁর মতবিরোধ তৈরি হয়। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এসএফআই ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুচেতন বলেন, সংগঠনের তরফে একসময় কে কোন বই পড়বেন, কার সঙ্গে



মিশবেন কিংবা কার সঙ্গে কথা বলবেন, সেই বিষয়েও নির্দেশ দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর কথায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিজস্ব চিন্তাভাবনার উপর তিনি বরাবরই গুরুত্ব দেন। সবাইকে একই কথা বলতে হবে, একই মতাদর্শ অনুসরণ করতে হবে-এই মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। সেই কারণেই ধীরে ধীরে এসএফআই থেকে দূরে সরে আসেন। বাবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও তাঁর এই সিদ্ধান্তে কখনও বাধা দেননি বলে জানিয়েছেন সুচেতন। বরং নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবন বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু এসএফআই নয়, সিপিএমের একাংশের রাজনৈতিক আচরণ নিয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বুদ্ধদেব-পুত্র। তাঁর অভিযোগ, কিছু বামপন্থী নেতা প্রকাশ্যে নিজেদের সর্বহারা হিসেবে তুলে ধরেন। সাধারণ জীবনযাপনের কথা বললেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের আচরণের সঙ্গে সেই বক্তব্যের মিল থাকে না। নিজেদের সন্তানদের বিদেশে পড়তে পাঠানো কিংবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সামনে অন্য ধরনের ভাবমূর্তি তুলে ধরার প্রবণতাকে দ্বিচারিতা বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। সুচেতনের বক্তব্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান হওয়ার কারণে বাইরের চাপ তো ছিলই, পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরেও নানা বিধিনিষেধের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তাই দলের সঙ্গে তাঁর কখনও গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়নি। যদিও এখনও ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএমকেই বেছে নেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে শিল্পায়নের প্রসঙ্গ উঠতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সুচেতন। তাঁর কথায়, সিঙ্গুরে শিল্পকারখানা গড়ে না ওঠার আক্ষেপ আমৃত্যু বয়ে বেড়িয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই ব্যর্থতা তাঁকে মানসিকভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিল্পায়নের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খেত। সুচেতনের মতে, বর্তমান বিজেপি সরকার রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে যে সদর্থক পদক্ষেপ করছে, তা বাস্তবায়িত হলে খুশি হতেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর নিজেরও আশা, রাজ্যে নতুন করে শিল্পের পরিবেশ তৈরি হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। উল্লেখযোগ্য, এর আগে বুদ্ধদেব-পত্নী মীরা ভট্টাচার্যও রাজ্যে শিল্পায়নের প্রশ্নে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রতি আশাবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সিঙ্গুরে যে শিল্পের স্বপ্ন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পূরণ করতে পারেননি, নতুন সরকার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এবার প্রায় একই সুর শোনা গেল সুচেতনের গলাতেও। একদিকে বাম রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর ক্ষোভ, অন্যদিকে শিল্পায়নের প্রশ্নে বিজেপি সরকারের প্রতি আস্থা-বুদ্ধদেব-পুত্রের এই অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তবে তাঁর বক্তব্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাবার অপূর্ণ শিল্পায়নের স্বপ্ন আজও তাঁর কাছে কতটা আবেগের বিষয়।

জন্মদিনের কেক খেয়ে চুরি করে পালালো চোর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ চুরি করতে এসে প্রথমে ফ্রিজ খুলে পেট ভরে জন্মদিনের কেক খেল দুষ্কৃতীরা। তার পর বাড়ির দামি সামগ্রী হাতিয়ে চম্পট দিল তিন চোর। শুধু তাই নয়, ঠাকুরঘরে থাকা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির পোশাক ছিঁড়ে সেটি সোনার কি না, তা পরীক্ষা করারও চেষ্টা করে তারা। নরেন্দ্রপুর থানার গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরতাবাদের বি-৬ প্রান্তিকা এলাকার বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ রায়ের বাড়িতে রবিবার চুরির ঘটনা ঘটে। ওই দিন বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে তিন দুষ্কৃতী জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে। বাড়ির সদস্যদের দাবি, মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যে নগদ টাকা, মূল্যবান রত্ন, বিদেশি ডলার, বিদেশি মদ-সহ পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে ফ্রিজ খুলে জন্মদিনের কেক বের করে আয়েশ করে খেতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। উল্লেখ্য, ঘটনার ঠিক দু'দিন আগে ওই বাড়ির মেয়ে সুকন্যা রায়ের জন্মদিন ছিল। সেই উপলক্ষে ফ্রিজে কেক রাখা ছিল। কেক খাওয়ার পর বাড়ির ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে পেয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে নেয় চোরেরা।এর পর বাড়ির বিভিন্ন ঘরে তল্লাশি চালায় তারা। সোফার চাদর গায়ে জড়িয়ে একের পর এক ঘরে ঢুকে দামি সামগ্রী খুঁজতে থাকে দুষ্কৃতীরা। এমনকি ঠাকুরঘরে থাকা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির উপরেও নজর পড়ে তাদের। মূর্তিটি সোনার কি না, তা যাচাই করতে পোশাক পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ।বাড়ির সদস্যদের দাবি, নগদ টাকা, মূল্যবান রত্ন, বিদেশি ডলার ও বিদেশি মদ ছাড়াও পড়াশোনার বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং একটি ক্যামেরা ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা।

গোপনে মাদক মজুতের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ নভেম্বর ঃ বসতবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় মাদক মজুতের অভিযোগে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন এক মহিলা। হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার ঘোষপাড়ার বৈদ্যপাড়ায় অভিযান চালিয়ে লক্ষ্মী কোলে নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে প্রায় আড়াই কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডোমজুড় থানার পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরই লক্ষ্মী কোলেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ বিজেপির!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের আগে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে দলের অন্দরে যাতে ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি না হয়, তার জন্য নয়া কৌশল নিল বিজেপি। ওয়ার্ডভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ে নিচুতলার নেতাদের মতামত গোপনে সংগ্রহ করবেন রাজ্য নেতারা। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের টিকিট দেওয়া নিয়েও এখনও দ্বিধায় পদ্মশিবির। পুরভোটের লড়াইয়ে নামার আগেই ঘর গোছাতে তৎপর বিজেপি। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার প্রার্থী বাছাই ঘিরে দলের অঃদরে যাতে কোনওরকম গোষ্ঠীকোঃদল বা অসন্তোষ তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। উপর থেকে প্রার্থীর নাম চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এবার নিচুতলার নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে চাইছে দল। আর সেই মতামত সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য নেতাদের। দলীয় সূত্রে খবর, কলকাতা ও হাওড়ার প্রতিটি মণ্ডল পিছু একজন করে রাজ্য নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি মণ্ডলের অধীনে সাধারণত পাঁচ থেকে সাতটি ওয়ার্ড থাকে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে কাকে প্রার্থী করা উচিত, সেই বিষয়ে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য নেতারা। এরপর সংগৃহীত নামের তালিকা জেলা সভাপতি এবং পুরভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুকান্ত মজুমদার ও রাহুল সিনহার কাছে জমা দেওয়া হবে। সবশেষে রাজ্য কোর কমিটির বৈঠকে আলোচনা করে চূড়ান্ত হবে প্রার্থী তালিকা। সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল দলীয় বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, প্রার্থী বাছাইয়ে কোনও একজনের একক সিদ্ধান্ত চলবে না। সেই নির্দেশ মেনেই নিচুতলা থেকে রাজ্য নেতৃত্ব পর্যন্ত মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রার্থী করার জন্য এলাকার বিধায়কের সুপারিশকেও একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে মানতে নারাজ বিজেপি। অর্থা স্থানীয় সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা এবং কর্মীদের মতামতকেই এবার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে পদ্মশিবির। অন্যদিকে, প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিজেপির টিকিট দেওয়া নিয়েও দলের অন্দরে মতবিরোধ রয়েছে। কলকাতা পুরভোটে তৃণমূলের প্রায় ২২ জন প্রাক্তন কাউন্সিলরকে প্রার্থী করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে বলে সূত্রের খবর। তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় প্রভাব বিজেপির পক্ষে কতটা লাভজনক হবে, তা খতিয়ে দেখছে নেতৃত্ব। একইসঙ্গে পুরনো বিজেপি কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে পুরভোটের আগে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিজেপি। এখন দেখার, নিচুতলার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার এই কৌশল কতটা সফল হয় এবং শেষ পর্যন্ত কারা পান পদ্মের টিকিট।

পুরভোটের আগে তৃণমূলে বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ ২০২১ সালের পুরভোটে জেতা তৃণমূলের ১৩৭ জন প্রাক্তন কাউন্সিলরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনও ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে লড়তে আগ্রহ দেখাননি বলে দাবি। অন্যদিকে, কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডে প্রার্থী হতে বিজেপির রাজ্য দফতরে জমা পড়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি বায়োডাটা। চিকিৎসক, আইনজীবী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও পদ্মের টিকিটের দৌড়ে। পুরভোটের আগে কলকাতার রাজনৈতিক সমীকরণে কি বড়সড় বদল আসতে চলেছে? কলকাতা পুরভোটের দামামা বাজার আগেই শহরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। একদিকে প্রার্থী হতে অনীহা দেখাচ্ছেন তৃণমূলের বহু বিদায়ী কাউন্সিলর, অন্যদিকে বিজেপির টিকিট পেতে আবেদনকারীদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি এমনই যে, ২০২১ সালের পুরভোটে জয়ী তৃণমূলের ১৩৭ জন প্রাক্তন কাউন্সিলরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনও ফের নির্বাচনে লড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেননি বলে দাবি। কেউ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলছেন, কেউ আর্থিক সমস্যার কথা বলছেন, আবার কারও নজর বিজেপির প্রার্থী হওয়ার দিকে। ফলে আসন্ন পুরভোটের আগে শাসক শিবিরের অন্দরে অস্বস্তি বাড়ছে। তৃণমূলের একাংশের বক্তব্য, আগের মতো নির্বাচনে লড়ার জন্য আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। নিজেদের উদ্যোগেই নির্বাচনী লড়াই চালানোর চাপ নিতে চাইছেন না অনেক প্রাক্তন কাউন্সিলর। পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশঙ্কায় কেউ কেউ ক্ষমতাসীন বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলেও অভিযোগ। 'মমতা তৃণমূল'-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, ক্ষমতার সঙ্গে থাকার প্রবণতা থেকেই অনেক প্রাক্তন কাউন্সিলর বিজেপির টিকিট পাওয়ার চেষ্টা করছেন। আবার একাংশ বিজেপির হামলা ও পুলিশি হেনস্তার আশঙ্কায় ভোটের ময়দান থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্য দফতরে রাখা ড্রপবক্সে ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজারের বেশি বায়োডাটা জমা পড়েছে। বর্তমানে আবেদনকারীদের যোগ্যতা ও রাজনৈতিক পরিচয় খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।

শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, তাপস রায়, সজল ঘোষ এবং রীতেশ তিওয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছেন টিকিটপ্রত্যাশীরা। চিকিৎসক, আইনজীবী-সহ বিভিন্ন পেশার মানুষও বিজেপির প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। দলের দাবি, কলকাতার অন্তত ১৮০টি ওয়ার্ডে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই এখন বিজেপির অন্দরে সম্ভাব্য মেয়র এবং মেয়র পারিষদদের নাম নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়রদের মধ্যেও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। শোভন চট্টোপাধ্যায় আপাতত সক্রিয় রাজনীতির বাইরে। ফিরহাদ হাকিমও জানিয়েছেন, তিনি বা তাঁর মেয়ে পুরভোটে প্রার্থী হবেন না। প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ২২ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্ত এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সঃদীপ রঞ্জন বক্সীর ওয়ার্ডও মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলা এবং জামিন সংক্রান্ত জটিলতা মেটার আগে ভোটে লড়ার পরিকল্পনা নেই। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার আরও একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে সবাই যে পিছিয়ে যাচ্ছেন, তা নয়। রত্না শূর ও রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূলের পুরনো মুখরা লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে রয়েছেন। অঞ্জন দাসও জানিয়েছেন, হামলার আশঙ্কা থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি নির্বাচনে লড়তে প্রস্তুত। পুরভোটের সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস। দলের নেতা সন্দীপন সাহার দাবি, কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দেওয়া হবে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার একাধিক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরও এই দলের হয়ে লড়তে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা।অন্যদিকে মমতা শিবিরের দাবি, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, তপসিয়া, তিলজলা, এন্টালি, বালিগঞ্জ ও কসবার মতো এলাকায় বিজেপির সঙ্গে তাদের জোর লড়াই হবে।

ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে গ্রেফতার চার জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। রবিবার রাতে জয়নগর থানার রামকৃষ্ণপুর এলাকা থেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের এই তপরতাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই শান্তনু ব্যাধ, এস আই শুক্রানুর সাহা, এস আই সত্যজিত সাহা সহ পুলিশের একটি দল এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর এলাকায় অভিযান চালান পুলিশ কর্মীরা।সেখানে চার ব্যক্তিকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে প্রথমে তাঁদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা প।য় পরে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের নাম সাবির হোসেন শেখ (২৩),বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া এলাকায়, হাবিবুর মোল্লা অরফে ভুলো (২৯),বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া এলাকায়, জিয়ারুল খান(২৮),বাড়ি উওর দূর্গাপুর এলাকায় ও সেলিম ফকির (৫০),বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটপাড়া এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই ওই ব্যক্তিরা এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ জাতি ছিল কি না, কিংবা কোনও ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদেরকে জয়নগর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সোমবার তাঁদেরকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জাতি রয়েছে কি না এবং ধৃতদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

জমি নিয়ে মারপিট,জয়নগরে গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ প্রতিবেশীর সাথে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে মারপিটের অভিযোগ। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার জয়নগর থানার চড়াঘাটা এলাকায় প্রতিবেশীর সাথে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনায় গড়ায় বলে অভিযোগ। ঘটনার জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

হাওড়ার রাজপথে বিজেপির মহামিছিল, উপস্থিত থাকার কথা বিপ্লব দেবের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ নভেম্বর ঃ রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে এবার হাওড়ার রাজপথে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে পথে নামছে বিজেপি। 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার শিবপুরের কাজিপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে শুধু দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষকেও অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিজেপি। জাতীয় পতাকা হাতে দুপুর ১টা থেকে জমায়েত শুরু হবে। দুপুর ২টোয় মিছিলের সূচনা হওয়ার কথা। সোমবার হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন হুগলির তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান। তাঁর বক্তব্য, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে সরব হন সন্তু পান। কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজশ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১৬ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

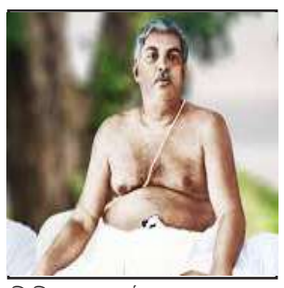
শিশির ভাদুড়ী

বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। ছাত্রদের কাছে প্রবল জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিদিন কলেজে আসতেন নতুন পোশাকে, সর্বদা খুব হাসিখুশি ভাব। চমৎকার চেহারা, উচ্চারণ যেমন সুন্দর তেমন সুন্দর বলার ভঙ্গি। ছাত্রদের কাছে আদ্যাক্ষর (এস বি) নামে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজি রচনা লেখা শেখানোর কৌশল একেবারে নিজস্ব। শেক্সপিয়ারের নাটক পড়াতেন তখন ছাত্ররা শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত না, ছাত্রদের মনে হত তিনি চরিত্র বিচার বিশ্লেষণ করে যেন নিজেই অভিনয় করেছেন। যেমন ক্লাসে কোনওদিন ছাত্রদের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে 'শাহজাহান' কবিতা আবৃত্তি করলেন। তারপর ছাত্রদের বললেন যা শুনলে সংক্ষেপে ইংরেজিতে লেখো। জনপ্রিয় তরুণ অধ্যাপক অবশ্য বেশিদিন অধ্যাপনা করতে পারেন নি। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও ওল্ড ক্লাব সব অন্য জায়গায় অভিনয় করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার কথা কলকাতা শহরের সবাই জেনে গিয়েছেন। জে এফ ম্যাডানের জামাই রুস্তমজী ধোতিওয়ালা বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি দেখাশোনা করতেন। তিনি শিশিরকুমারকে বললেন পুরোপুরি নাটকে মনোনিবেশ করার জন্য। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিশিরকুমার সরাসরি তাঁর কাছে গেলেন। ফিরলেন তাঁর সম্মতি ও আশীর্বাদ নিয়ে। রুস্তমজীকে কথা দিলেন অধ্যাপনা ছেড়ে শুধু নাটক করবেন। ১৯৫০-৫১, ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'আলমগীর' নাটকে অভিনয় করবেন। দুজন লোক শিশিরকুমারকে ধরে হাঁটাচ্ছেন। চোখে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছেন না সাজপোশাক পরে মেকআপ নিয়ে উনি দাঁড়িয়ে, একেবারে জবুথবু অবস্থা। সিন আসতেই তাঁকে একজন কার্যত ঠেলে দিলেন স্টেজে। এরপর দর্শক দেখলেন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দাপট। একজন অসুস্থ মানুষ ওইরকম অভিনয় করতে পারে, সত্যিই কল্পনাতীত । বাঘ যে বাঘই হয়। ঘটনার সাক্ষী অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশিরকুমার যখন ছাত্র সেইসময় একদিন গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে গেলেন। গিরিশচন্দ্রের ছবি দেখে মনেও হত খুব রাশভারী মানুষ। যাই হোক শিশির ভাদুড়ী কোথায় থাকেন,কি করেন এই রকম দু'একটি প্রশ্ন করে গিরিশচন্দ্র বললেন মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাতে। শিশিরকুমার আবৃত্তি করলেন, গিরিশচন্দ্রের ভাল লাগে। তারপর বলেছিলেন,মনে রাখবে আবৃত্তি আর অভিনয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এতে কোনও অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র শুদ্ধ উচ্চারণ ও কণ্ঠ স্বরের মাধ্যমে কাব্যের ভাব প্রকাশ করতে হয়। ১৯২১সালের ১০ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় ' আলমগীর'। দর্শকরা এর আগে একঘেয়েমি সব নাটক দেখে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে অভিনয়, রূপসজ্জা ,সাজসজ্জা, আলোর ব্যবহার সব দিক থেকে নতুনত্বের ঢেউ উঠল। নাট্যশালাকে তিনি নতুন ভাবে সঞ্জীবিত করে তুললেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নাট্য স্রষ্টারূপে। ১৯২৩, শিশিরকুমার 'সীতা' নাটকে অভিনয় করলেন। প্রশংসা চারিদিকে।

ব্রিটিশ প্রতিবাদী নাটক

বাবার দেওয়া নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ,ওই নামটা গ্রামের সহপাঠীরা ছোট করে 'গন্ধ'করে দিয়েছিল,খুব বিড়ম্বনায় পড়তেন,সেজন্য কলকাতায় এসে নিজের নাম দিয়েছিলেন দীনবন্ধু। ১৮৬০সালের আশ্বিন মাসে তাঁর লেখা 'নীলদর্পণ'নাটক প্রকাশিত হল। একটি নাটক রচনা করেই তিনি ভারতে নীলচাষ বন্ধের আন্দোলনে মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। নীলকরদের শোষণ ও শাসনযন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে। পরাধীন ভারতে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন যদি করে থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ,তবে পুরোধা বলতে হবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ নাটককে। কে 'নীলদর্পণ' লিখেছেন জানা গেল না,কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে 'ময়রাণী লো সই নীল গেজেছে কই' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলছে । মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন,পাদরি লঙ সাহেব নিজের নামে প্রকাশ করলেন, নীলকরদের বিরুদ্ধে দেশে যে আন্দোলনের সুত্রপাত সেই ঢেউ পৌঁছে গেল ইংল্যাণ্ডে,সেখানেও উঠল প্রতিবাদের প্রবল ঢেউ। সাল ১৮৫৮/৫৯,লক্ষ লক্ষ নীল চাষী ধর্মঘট করে প্রতিজ্ঞা করলেন নীলের দাদন নেবেন না,নীল চাষ করবেন না। নীলকর সাহেবরা জোর করে চাষীদের নীল বুনতে বাধ্য করতেন,তাদের আদেশ না মানলে প্রহার,কয়েদ,ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার মত নৃশংস অত্যাচার নেমে আসত নীলচাষী ও তাদের পরিবারের উপরচাষীদের ধর্মঘটে নীলকরদের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল,যশোর,নদীয়া সহ অনেক জেলার জমিদার ও প্রজাদের সাথে নীলকরদের সংঘাত বাড়তে লাগল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের স্বজাতীয় সুতরাং প্রজারা সুবিচার পেতেন না। তাতেও চাষীরা দমলেন না,অনেকে ধনে-প্রাণে সারা হয়ে গেলেও,নিরস্ত হতেন না। অত্যাচারিত প্রজাদের পক্ষে কলম ধরলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাহসী লেখনীতে গঠিত হল 'ইণ্ডিগো কমিশণ'।এই কমিশণের সদস্যরা জেলায়-জেলায় ঘুরে নীলের অত্যাচার সম্পর্কিত তথ্য জোগাড় করতে লাগলেন। হরিশ কমিশণের সামনে নীলকরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিকে ছিঃ ছিঃ রব উঠল,নীলকর সাহেবদের হয়ে আর্কিবিল্ড হিলস নামের এক সাহেব সুপ্রিম কোর্টে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' নামে ফৌজদারি মামলা করলেন,ভবানীপুর সুপ্রিম কোর্টের এলাকা নয় বলে সে মামলা উঠে গেল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকার সম্পাদনা করতেন শুধু নয় নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত মানুষের সমাগমে সর্বদা তাঁর ভবন লোকারণ্য থাকত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ



মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারত চিনের সঙ্গে এখনই কোনও রকম সংঘাত চায় না

অনিকেত নস্কর

অরুণাচলে ফের ভারত-চিন সংঘাতের আশঙ্কা, সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা এলএসি বরাবর অরুণাচল প্রদেশের একাধিক স্থানে ভারত ও চিনের সেনাদের মধ্যে নতুন করে সামরিক মুখোমুখি অবস্থানের খবর সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বা আইটিবিপির ডিরেক্টরের এই সংক্রান্ত বক্তব্যের তাৎপর্য কেবল সামরিক সতর্কবার্তায় সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুই এশীয় শক্তির পারস্পরিক আস্থা, সীমান্তের স্থিতিশীলতা, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার বৃহত্তর প্রশ্ন।

ভারত ও চিন;এশিয়ার দুই বৃহৎ রাষ্ট্র। জনসংখ্যা, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিচারে দুই দেশই বিশ্ব রাজ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। একদিকে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্র এবং দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি, অন্যদিকে চিন একটি প্রধান শিল্পশক্তি ও সামরিক শক্তি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতির মতো নানা ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযো গিতার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পর্যায় ক্রমে উত্তেজনা বৃদ্ধির ঘটনা সেই সম্ভাবনাকে বারবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের একাধিক স্থানে নতুন করে সামরিক মুখোমুখি অবস্থানের খবর সেই পুরনো সমস্যারই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক।

সীমান্তে সেনাদের মুখোমুখি অবস্থান মানেই অবধারিতভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। দুর্গম সীমান্তে টহল, অবস্থান নির্ধারণ, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং ভৌগোলিক দাবিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। তবে একাধিক স্থানে একই সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে তার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। কারণ, স্থানীয় স্তরের একটি সংঘাতও ভুল বোঝাবুঝি, অতিরিক্ত সামরিক তৎপরতা কিংবা যোগাযোগের ঘাটতির কারণে বৃহত্তর সংকটে পরিণত হতে পারে। তাই পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সামরিক সতর্কতা বজায় রাখা এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ সক্রিয় রাখাই হওয়া উচিত ভারতের অগ্রাধিকার। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী রাজ্য। চিন এই অঞ্চলকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে, যদিও ভারত ধারাবাহিকভাবে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে আসছে। ভারতের অবস্থান অনুযায়ী, অরুণাচল প্রদেশ দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং রাজ্যটির প্রশাসনিক, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সুস্পষ্ট। এই বিরোধ কেবল মানচিত্রে সীমারেখা নির্ধারণের প্রশ্ন নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্তবর্তী



অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবন। ফলে এই অঞ্চলে সামরিক উত্তেজনা তৈরি হলে তার প্রভাব সামরিক শিবিরের বাইরেও বিস্তৃত হয়।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার একটি বড় সমস্যা হল, ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত এবং যৌথভাবে চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সীমান্তের অভাব। দুই দেশের সীমান্ত-সংক্রান্ত ধারণা এবং দাবির মধ্যে পার্থক্য থাকায় কিছু অঞ্চলে টহলের পথ ও অবস্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সেনাদের মুখোমুখি হওয়া কখনও স্থানীয় টহল সংক্রান্ত মতপার্থক্য থেকে শুরু হতে পারে। কিন্তু সেই মতপার্থক্য দ্রুত উত্তেজনায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। কারণ, সীমান্তে মোতায়েন সেনারা শুধু ভূখণ্ডের উপর নজর রাখেন না; তাঁরা নিজেদের দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।

এই বাস্তবতায় সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার অর্থ দুর্বলতা প্রদর্শন নয়। বরং প্রকৃত সামরিক সক্ষমতা, সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং সংযত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমন্বয়ই একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের পরিচয়। ভারতকে সীমান্তে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি বজায় রাখতে হবে, সেনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। একই সঙ্গে এমন কোনও পদক্ষেপ এড়ানো জরুরি, যা অনাবশ্যকভাবে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে। সীমান্তে দৃঢ়তা এবং কূটনৈতিক সংযম পরস্পরের বিরোধী নয়; বরং একটি কার্যকর নিরাপত্তানীতির দুটি অপরিহার্য দিক।

অরুণাচল প্রদেশের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির গুরুত্ব আরও বেশি। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। উঁচু পাহাড়, ঘন বন, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা সামরিক কার্যক লাপকে জটিল করে তোলে। এমন অঞ্চলে সেনাদের সরবরাহ, চিকিৎসা, পরিবহণ এবং দ্রুত মোতায়েনের ব্যবস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তবর্তী এলাকায় উন্নত সড়ক, সেতু, যোগাযোগব্যবস্থা এবং জরুরি পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিকাঠামো শুধু সেনাবাহিনীর কাজেই লাগে না; স্থানীয় মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য এবং দৈনন্দিন যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে সীমান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশ্নে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। নিরাপত্তার স্বার্থে উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার উপর তার প্রভাবও বিবেচনা করা উচিত। উন্নয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সীমান্তকে আরও নিরাপদ এবং স্থানীয় জনজীবনকে আরও স্থিতিশীল করে তোলা। শুধু সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; সীমান্তবর্তী মানুষের আস্থা, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং প্রশাসনিক পরিষেবার উন্নতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আইটিবিপির ভূমিকা এই পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-চিন সীমান্তের বড় অংশে এই বাহিনী নজরদারি এবং সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে। দুর্গম এলাকায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে টহল দেওয়া, সীমান্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য তাই সীমান্তের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তবে এই ধরনের বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ চিত্র নির্ধারণ করার আগে নির্ভরযোগ্য সরকারি তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগের দিকগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সীমান্তে উত্তেজনা বাড়লে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়। বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলি এই পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করতে পারে। অনিশ্চয়তা বাড়লে যাতায়াত, স্থানীয় ব্যবসা, পর্যটন এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করার কারণে সাধারণ মানুষের চলাচল বা নির্দিষ্ট পরিষেবার উপরও প্রভাব পড়তে পারে। ফলে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁদের নিরাপত্তা, সঠিক তথ্য পাওয়ার সুযোগ এবং জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ। ১৯৬২ সালের যুদ্ধ দুই দেশের সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী কয়েক দশকে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক যোগা যোগ বাড়লেও সীমান্ত সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি। বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা, চুক্তি এবং আস্থা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবুও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘাতের ঝুঁকি রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সীমান্তে পরিকাঠামো নির্মাণ, টহল এবং সামরিক উপস্থিতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা আরও জটিল হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে সীমান্ত বিরোধ একটি স্থায়ী বাধা হিসেবে থেকে গিয়েছে।

এই ইতিহাস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। সীমান্তে দীর্ঘদিন সংঘাত না হওয়া এবং সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এক বিষয় নয়। আপাত শান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও বিরোধের মূল কারণগুলি অমীমাংসিত থাকতে পারে। তাই শুধু উত্তেজনা কমে যাওয়াকে সাফল্য হিসেবে দেখলে চলবে না। যে ব্যবস্থাগুলি দুই দেশের সেনাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কমাতে পারে, সংঘাতের পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে পারে এবং সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে, সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য সীমান্ত নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিকল্প নেই।

ভারতের জন্য আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল, চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ সামলানোর পাশাপাশি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশনীতি পরিচালনা করা। ভারত ও চিনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের গুরুত্ব রয়েছে, যদিও দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন নীতিগত মতপার্থক্যও রয়েছে। এই সম্পর্কের একটি জটিল বৈশিষ্ট্য হল, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুই দেশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাই সীমান্তে উত্তেজনা বাড়লে তার প্রভাব দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনি য়োগকারীদের আস্থা এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযো গিতার উপর পড়তে পারে।

তবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণে ভারতের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগকে উপেক্ষা করা যায় না। বাণিজ্য ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে স্পষ্ট অবস্থান বজায় রাখা জরুরি। একই সঙ্গে সীমান্তের প্রতিটি উত্তেজনাকে বৃহত্তর সংঘাতের অনিবার্য সূচনা বলে ধরে নেওয়াও কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। ভারতকে এমন একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে সামরিক প্রস্তুতি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানো হবে, আবার একই সঙ্গে আলোচনা ও যোগাযোগের পথও খোলা রাখা হবে।

এই প্রসঙ্গে চিনের দায়িত্বও কম নয়। দুই দেশের মধ্যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও তার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি বিরোধ সামরিক মুখোমুখি অবস্থানে গিয়ে পৌঁছবে। সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব রয়েছে। একতরফা পদক্ষেপ, অস্পষ্ট অবস্থান কিংবা সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা অবিশ্বাস বাড়াতে পারে। সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক সংযম, নির্ধারিত প্রোটোকল মেনে চলা এবং উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ কার্যকর রাখা অপরিহার্য।

ভারতের উচিত সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণকে নিয়মিত এবং দায়িত্বশীলভাবে তথ্য জানানো। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সব সামরিক তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তা স্বাভাবিক। কিন্তু অতিরিক্ত অস্পষ্টতা গুজব, বিভ্রান্তি এবং অপ্রয়োজনীয় আত ঙ্কের জন্ম দিতে পারে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই না করা ছবি, পুরনো ভিডিও কিংবা অতিরঞ্জিত দাবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই সরকারি বিবৃতি, নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম এবং যাচাইকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নাগরিকদের সচেতনতা যেমন প্রয়োজন, তেমনই তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতারও প্রয়োজন রয়েছে। সীমান্ত সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনায় স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বহু প্রজন্ম ধরে কঠিন ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে জীবনযাপন করছেন। তাঁদের কাছে সীমান্ত কেবল রাজনৈতিক মানচিত্রের একটি রেখা নয়; এটি তাঁদের জমি, জীবিকা, যাতায়াত এবং সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। সীমান্তে উত্তেজনা বাড়লে তাঁদের উদ্বেগ এবং অভিজ্ঞতা নীতিনির্ধারকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। তাই নিরাপত্তা পরিকল্পনার পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগা যোগব্যবস্থা এবং জীবিকার সুযোগ উন্নত করার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। ভারত-চিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সামরিক শক্তির পাশাপাশি কূটনৈতিক দক্ষতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সামরিক প্রস্তুতি প্রতিপক্ষকে একতরফা পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তা একা সীমান্ত বিরোধের স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। অন্যদিকে কূটনৈতিক আলোচনা তখনই কার্যকর হয়, যখন তার পিছনে বিশ্বাসযোগ্য প্রস্তুতি এবং বাস্তবসম্মত অবস্থান থাকে।

ভুয়ো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে

শিবনাথ দাস

যাঁরা মাটির পৃথিবীতে শ্বাস নেন না, রক্ত-মাংসের শরীরে চলাফেরা করেন না এবং যাঁদের ঠিকানা কেবল মহাকাশের অলীক কল্পনায় বিদ্যমান, তাঁদের চিকিৎসার জন্যই নাকি ব্যয় হয়ে গেল জনগণের কষ্টার্জিত পঁচিশ হাজার কোটি টাকা। রাজ্য রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যখনই কোনও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের ডঙ্কা বাজানো হত, তখন ঢাকের আওয়াজে সাধারণ মানুষের কান পাতা দায় হয়ে পড়ত। এখন হিসাবের খাতা খুলে দেখা যাচ্ছে, সেই ঢাকের ভেতরে ছিল শুধুই বাতাসের ফাঁপা গর্জন আর তলায় ছিল দুর্নীতির অতল খাদ। বিগত সরকারের অতিপ্রচারিত স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে যে ত্রিশ লক্ষাধিক অস্তিত্বহীন, ভুতুড়ে উপভোক্তার সন্ধান মিলছে, তা কেবল প্রশাসনিক গাফিলতি নয়, সুপরিকল্পিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক লুণ্ঠনের এক নির্লজ্জ দলিল। বাংলায় দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যে জনদরদি রাজনীতির মুখচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, তার অন্তরালে চলত দলীয় আনুগত্যের অন্ধ দাসত্ব আর সীমাহীন দুর্বৃত্তায়ন। স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে এমন এক ভৌতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছিল, যেখানে জীবিত মানুষ হাসপাতালে শয্যা না পেয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাতেন, অথচ কাল্পনিক ছায়াশরীরীদের চিকিৎসার নামে সরকারি কোষাগার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা অনায়াসে পাচার হয়ে যেত অদৃশ্য গহ্বরে। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জবাবদিহিহীন অন্ধ ক্ষমতা প্রদর্শন। যখন রাজদণ্ড পরিচালনা করা হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি আর তোষণনীতির উপর ভর করে, তখন উন্নয়ন শব্দটি পরিণত হয় স্রেফ রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজিতে। সাধারণ মানুষের করের টাকায় তৈরি কোষাগারকে ব্যক্তিগত বা দলীয় তহবিল মনে করার যে সংস্কৃতি বিগত জমানায় কায়েম করা হয়েছিল, এই ত্রিশ লক্ষ ভুয়ো কার্ড তারই অকাট্য প্রমাণ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকা কার্ড বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার যে বিপুল উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তার আসল উদ্দেশ্য এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেওয়া লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল কার্ডের আড়ালে এক সমান্তরাল মাফিয়া



অর্থনীতি গড়ে তোলা। সরকারি আধিকারিকরা যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের অস্তিত্ব খুঁজছেন, তখন দরজায় দরজায় মিলছে কেবল শূন্যতা। এই ত্রিশ লক্ষ মানুষ কারা, কোথায় তাঁদের বসবাস, কোন অদৃশ্য রোগে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং কোন মায়াবী নার্সিংহোম তাঁদের বিল তৈরি করে সরকারের কাছ থেকে টাকা তুলে নিল, সেই রহস্যের উত্তর খোঁজা কোনও সাধারণ গোয়েন্দার পক্ষেও হয়তো অসম্ভব। কারণ এই গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়েছিল রাজনৈতিক পেশিশক্তি আর স

ফরিদপুরের ঝাউকালি থেকে রঘুনাথপুরের মুন্সীবাড়ি সাড়ে তিনশো বছরের পুজোর ঐতিহ্য

রতন দে, বালুরঘাট, ২ নভেম্বর ঃ প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে রঘুনাথপুরের মুন্সীবাড়ির কালীপুজো। পরিবারের সদস্যদের মুখে প্রচলিত কাহিনি



অনুযায়ী এই পুজোর শিকড় রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। গভীর অরণ্যে ঝাউকালি নামে পরিচিত এক দেবীর আরাধনা ডাকাত দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অতীতের নানা ঘটনা, নরবলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কাহিনি এবং দেশভাগের পরে দেবীর থানমাটি নিয়ে এ পারে চলে আসা-সব মিলিয়ে এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও পারিবারিক স্মৃতি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুজোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন মুন্সীবাড়ির সদস্যেরা। সময়ের সঙ্গে বলির প্রথায় পরিবর্তন এলেও তাঁদের দাবি, পুজোর মূল রীতিনীতি আজও একই রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের পূর্বপুরুষদের একজন এক সময় একটি ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। ফরিদপুরের গভীর জঙ্গলে চলত তাঁদের আরাধ্য দেবীর পুজো। স্থানীয় মানুষের কাছে সেই দেবী পরিচিত ছিলেন ঝাউকালি নামে। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, সেই সময় দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। জঙ্গলের পাশেই ছিল একটি মাঠ ও বহু পুরনো বটগাছ। সেখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসত। কালীপুজোর আগে হাটের দিন ডাকাত দলের সদস্যেরা ছদ্মবেশে অপেক্ষা করতেন। হাট শেষে সবার শেষে যিনি ফিরতেন তাঁকে ধরে এনে দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হত বলে পরিবারের সদস্যদের মুখে শোনা যায়। কিন্তু একদিন ডাকাত দলের হাতে ধরা পড়েন তাঁদেরই বংশের এক ব্যক্তি। পরিবারের প্রচলিত কাহিনি অনুসারে নিজের বংশের লোককে বলি দিতে চাননি দলের সর্দার। সেই ঘটনার পর থেকেই নরবলি বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ডাকাত দলেরও অবলুপ্তি ঘটে। তবে ডাকাত দলের অস্তিত্ব শেষ হলেও জঙ্গলের মধ্যে দেবীর আরাধনা বন্ধ হয়নি। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যায় ঝাউকালি মায়ের পুজো হত। সেই পুজো সেরে গভীর রাতে নিজেদের বাড়িতে বর্তমান মুন্সীবাড়ির কালীপুজো অনুষ্ঠিত হত বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যেরা। দেশভাগের পরে পরিবারের পূর্বপুরুষেরা বাংলাদেশ থেকে এ পারে চলে আসেন। সেই সময় তাঁদের ঠাকুরদা ঝাউকালি মায়ের থান থেকে মাটি নিয়ে এসেছিলেন। পরিবারের বিশ্বাস সেই মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের আদি পুজোর স্মৃতি ও ঐতিহ্য। তবে মূল ঝাউকালি মায়ের থানকে এ পারে নিয়ে এসে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। সেটি ফরিদপুরেই রয়ে গেছে বলে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য। বর্তমানে রঘুনাথপুরের মুন্সীবাড়িতে যে কালীপুজো হয় তার সঙ্গে সেই আদি পুজোর যোগসূত্র হিসেবে থানমাটিকেই গুরুত্ব দেন তাঁরা। মুন্সীবাড়ির কালীপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলির প্রথায় পরিবর্তন। এক সময় দেবীর কাছে জোড়া কালো পাঁঠা বলি দেওয়া হত। পরে কোনও এক কারণে সেই প্রথায় বাধা আসায় পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিবর্তে ক্ষীর দিয়ে পাঁঠার প্রতিরূপ তৈরি করে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। আজও সেই রীতি মেনে পুজো হয়। পরিবারের দাবি দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পুজোর অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এই পুজোয় দেবীকে নিবেদন করা হয় দুই ধরনের ভোগ- রচনা ভোগ ও 'শিবা' ভোগ ভোগে থাকে নানা ধরনের মিষ্টি বাতাসা লুচি সুজি এবং বিভিন্ন ফল। পরিবারের সদস্যদের কথায় শিবা ভোগ নিবেদনের সময় আজও শিয়ালের দল মন্দির চত্বরে আসে। তাঁদের কাছে এই ঘটনা পুজোর দীর্ঘদিনের পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য। রঘুনাথপুরের বহু বাসিন্দার কাছেও মুন্সীবাড়ির কালীপুজো বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি এলাকার মানুষ দেবীর কাছে নিজেদের মনস্কামনা জানাতে আসেন। মনস্কামনা পূরণ হয়েছে বলে বিশ্বাস করলে অনেকে পরে আবার মন্দিরে এসে পুজো দেন। তাঁদের কাছে দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই বছরের পর বছর ধরে পুজোকে ঘিরে ভক্তদের আনাগোনা চলে আসছে। মুন্সীবাড়ির সদস্যদের কাছে এই কালীপুজো কেবল ধর্মীয় আচার নয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, দেশভাগের ইতিহাস এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারকও। সুজিত কুমার মুন্সী, সমীর কুমার মুন্সী, কল্পনা মুন্সী, ইতি ঘোষ মুন্সী, শিবম মুন্সী, দীপ মুন্সী ও স্বরূপা মুন্সী-সহ পরিবারের অন্য সদস্যেরা আজও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। তাঁদের উদ্যোগেই রঘুনাথপুরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে মুন্সীবাড়ির কালীপুজো।

কড়া সতর্কতা, ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুজো কমিটিগুলিকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জলপাইগুড়ি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২ নভেম্বর ঃ কালীপুজো মণ্ডপে ভিতরে ৫০ বেশি নয় এবং এই নিয়মগুলো মানতে হবে বড়ো পুজো মণ্ডপগুলিকে ! অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এবার আরও কড়া নজর! কালীপুজোয় কড়া নিরাপত্তা জলপাইগুড়িতে। শহর সংলগ্ন ১৮টি বড় পুজো নিয়ে সতর্ক কোতোয়ালি থানার জারি জরুরি নির্দেশিকা। কালীপুজোয় উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগেভাগেই সক্রিয় পদক্ষেপ করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। আসন্ন উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যে পুজো কমিটিগুলির নিয়ে একটি বিশেষ সমন্বয় বৈঠক করল কোতোয়ালি থানারতে কীভাবে পুজো করবে বা কী কী নিয়ম থাকবে। জলপাইগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকা মিলিয়ে এবার মোট ১৮টি বড় মাপের কালীপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই মণ্ডপগুলিতে উৎসবের দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের ব্যাপক ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাই পুলিশের প্রধান অগ্রাধিকার। বৈঠকে পুজো উদ্যোক্তাদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্ট নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়েছে। পুজো উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যদি বাইরে থেকে কোনও বড়ো ধরণে শিল্পী বা তারকাকে আনার পরিকল্পনা থাকে, তবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগেভাগেই লিখিতভাবে থানাকে জানাতে হবে। অনুষ্ঠানস্থল ও মণ্ডপ চত্বরে ভিড় সামলানোর জন্য প্রতিটি কমিটিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক সক্রিয় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মণ্ডপে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য প্রশস্ত পৃথক পথের ব্যবস্থা রাখা এবং সেখানে সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও অবস্থাতেই হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরি না হয়। শব্দদূষণ রুখতে এবং জমায়েতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুজো ও বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বড় পুজ মণ্ডপগুলিকে সিসিটিভির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৫০ জনের বেশি মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। উৎসবের আনন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে পুরো ব্যবস্থাপনা যাতে শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য সমস্ত পুজো কমিটিকে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখার নির্দেশিকা কোতোয়ালি থানার তরফে।

জলমানব ইকবালের অবস্থার অবনতি, করতে পারছে না চলাফেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ১৭ বছরের কিশোর ইকবাল। কয়েকমাস আগে তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে তাকে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে থাকতে দেখেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। এরপরই জানা যায় ওই কিশোর এক জটিল রোগে আক্রান্ত। বিষয়টা জানাজানি হতেই ইকবালের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন খোদ অনন্ত আম্বানি। আকাশপথে ইকবালকে নিয়ে যাওয়া হয় মুম্বই। সেখানে দীর্ঘদিন তার চিকিৎসা হয়। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বেলডাঙার বাড়িতে ফেরে কিশোর। জানা যাচ্ছে, গত কয়েকদিন আগেই হঠাৎই ক্রমশঃ ইকবালের অবস্থার অবনতি হয়। এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল ওজন। এখন তবে শরীরের জ্বালাপোড়া নেই বললেই চলে। তবে এই সপ্তাহে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি। মুম্বই থেকে ইঞ্জেকশন আসবে এই সপ্তাহে, বৃহস্পতিবার ফের সেটা নেবে সে। ইঞ্জেকশন কোর্স সম্পূর্ণ হলেই ওজন অনেকটাই কমে যাবে বলে ধারণা চিকিৎসকদের। এই মুহূর্তে বাড়িতেই থাকছে ইকবাল। হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ, মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোয়। ইকবালের পরিবারের সূত্র জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিনে তাঁর শারীরিক অসুবিধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই ওজন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই কারণে সে স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। দিনের বেশিরভাগ সময়ে বাড়ির উঠোনে বা বারান্দায় শুয়ে থাকছে। ইকবালের ওজন বেড়েছে না কমেছে? ১৭ বছরের কিশোর বেলডাঙার ইকবালকে নেট দুনিয়ায় সকলেই এখন চেনেন। কিন্তু জানেন কি বর্তমানে ওজন কত মুর্শিদাবাদের 'ওয়াটার ম্যানের? মুম্বই থেকে ফেরার পর প্রতি সপ্তাহে তাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, তাতে



ওজন আদৌ বেড়েছে, নাকি কমেছে? ইকবালের মা কামিরন বিবি বলেন, এখন ইকবালের ওজন এক কুইন্টাল ২৩ কেজি। এক সপ্তাহ তাঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি, ফলে আগামী ক'দিনে কিছুটা ওজন বাড়তে পারে মনে হয়। মুম্বই থেকে এই সপ্তাহে ইঞ্জেকশন পাঠানো হবে। ফলে চলতি সপ্তাহে ফের ইঞ্জেকশন নেবে ইকবাল। কামিরন বিবি আরও জানিয়েছেন, আগে জলে থাকার সময় ইকবালের ওজন ছিল এক কুইন্টাল ৩৭ কেজি। মুম্বই থেকে ফেরার পর ওজন অনেকটাই কমে যায়, হয়েছিল ১ কুইন্টাল ২০কেজি। তবে বর্তমানে তিন কেজি বৃদ্ধি পেয়ে এখন ইকবালের ওজন এক কুইন্টাল ২৩ কেজি।

প্রশাসনিক বৈঠকঃ কালীপূজা, ছট ও জগদ্ধাত্রী পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্দেশ মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২ নভেম্বর ঃ আসন্ন কালীপূজা, ছট ও জগদ্ধাত্রী পূজা সহ সমস্ত



শীতকালীন উৎসব শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। সোমবার আয়োজিত এই বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। বৈঠক শেষে তিনি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের একাধিক পূজামণ্ডপ ও ছট পূজার ঘাট পরিদর্শন করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু ছাড়াও বৈঠকে অংশ নেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা আধিকারিক (SDO) এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি, বিধায়ক চাঁদ বাউরি সহ জেলার অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরাও এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের দিনগুলোতে জেলার প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ বজায় রাখা, যানজট নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নদী ও জলাশয়ের ঘাটগুলির সঠিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা জোরদার করার বিষয়ে বৈঠকে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সদ্য সমাপ্ত দুর্গাপূজায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন মন্ত্রী। তিনি নির্দেশ দেন, দুর্গাপূজার মতো আগামী প্রতিটি উৎসবেও যাতে একই রকম পারস্পরিক সমন্বয় রেখে পুলিশ ও প্রশাসন সাধারণ মানুষের পরিষেবা ও সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকে।

স্কুলছাত্রীর ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর অভিযোগ, বিচার চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ নভেম্বর ঃ সোমবার ১২ বছরের এক স্কুলছাত্রীর ছবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার কালিয়াচকে। পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এলাকারই এক কিশোর জোর করে ওই নাবালিকার ছবি তোলে। পরবর্তী সময়ে সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ওই স্কুলছাত্রী। পরে মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা জানায় সে। মেয়ের নিরাপত্তা ও ঘটনার বিচার চেয়ে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার মা। তবে পরিবারের অভিযোগ, অভিযোগ জানানোর পরও কোনও সুরাহা হয়নি। এমনকী, অভিযোগের জেনারেল ডায়েরি বা জিডি নম্বরও তাঁদের দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি, অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে সালিশির মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব এবং হুমকি ফোন আসছে বলেও দাবি পরিবারের। নাবালিকার বাবা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতার এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত রায় ঘটনার নিন্দা করে অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এই বিষয়ে এখনও পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শিশুটির পরিচয় ও গোপনীয়তা বজায় রেখে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে।

বেহাল রাস্তা ঘিরে উত্তেজনা রঘুনাথপুরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বচসা ভাটাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২ নভেম্বর ঃ বেহাল রাস্তা ধুলোয় নাজেহাল পথচারী। তার উপর ইটভাটার রাবিশ পরিবহণকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভাটাকর্মীদের বচসা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয় বলে অভিযোগ। সোমবার বালুরঘাট হাসপাতালের প্রাচীর সংলগ্ন রঘুনাথপুর ফরেস্ট রোডের এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় একাধিক ইটভাটা রয়েছে। ভাটার মালিকপক্ষের লোকজন ট্রাক্টরে করে রাবিশ ফেলতে এলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। রাস্তার বেহাল দশা এবং নিয়মিত যাতায়াতের দুর্ভোগ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। যদিও এই ঘটনায় দু'পক্ষের বক্তব্য স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ ইটভাটার উপস্থিতির কারণে এলাকার পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অস্বস্তি রয়েছে। তার উপর ভাটার কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের যাতায়াত এবং রাস্তার ধুলোয় দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। বর্ষায় রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য সময়েও ধুলো উড়ে সাধারণ মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ রাস্তার দুরবস্থার কথা পঞ্চায়েত ও বালুরঘাট পৌরসভাকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান মেলেনি। রাস্তা মেরামতি বা ধুলো নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপেরও দেখা নেই বলে অভিযোগ। তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানা যায়নি। রাস্তার দুরবস্থা যানবাহন চলাচল এবং পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভই এদিনের উত্তেজনার কারণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাস্তা মেরামতি রাবিশ পরিবহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং ধুলো নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন, আহত এসএসবি জওয়ান-সহ ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ নভেম্বর ঃ জমি নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদার মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর এলাকা। জমিতে চাষ করতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আহত হয়েছেন এসএসবি জওয়ান-সহ মোট চারজন। তাঁদের মধ্যে দু'জন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার স্থানীয় বাসিন্দা তথা পেশায় এসএসবি জওয়ান শশাঙ্ক শেখর যাদবের অভিযোগ, তাঁদের পৈতৃক প্রায় ৫০ বিঘা জমি রয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৩০০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তিও রয়েছে। অভিযোগ, ওই সম্পত্তির একাংশ দীর্ঘদিন ধরে কিছু ব্যক্তি দখল করে রেখেছেন। জমি দখলমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মহলে বারবার আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে শশাঙ্ক শেখর যাদব কয়েকজন কৃষককে সঙ্গে নিয়ে জমিতে চাষ করতে গেলে একদল ব্যক্তি তাঁদের উপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধরে চারজন আহত হন। তাঁদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শিবচরণ মণ্ডল (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত এসএসবি জওয়ান শশাঙ্ক শেখর যাদব এবং কৃষক উজ্জ্বল মণ্ডল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সনাতন মণ্ডলের খোঁজ চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

TENDER NOTICE

NIeT No.: 12/BDO/PUN/2026-27, Date:-31.10.2026

E-Tender for 14nos (fourteen) scheme is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors. Tender Documents download, Bid submission and other details will be available at **http://tenders.wb.gov.in/ portal from 31.10.2026, 06.00 pm.**

Sd/- Block Development Officer
Puncha Development Block
Memo.78/ADV/PURU/ICA dt.02/11/2026

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol
Corrigendum Notice

Notice **e-NIT No.12 of 2026-2027 Memo No. 3548/NIT/PSBZP/ dated 02.11.2026** Please visit to office of the Paschim Bardhaman Zilla Parishad for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol
Corrigendum Notice

Notice **e-NIT No.13 of 2026-2027 Memo No. 3549/NIT/PSBZP/ dated 02.11.2026** Please visit to office of the Paschim Bardhaman Zilla Parishad for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

দিব্যাঙ্গজনের হেতু স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৮৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৯-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৯-এপি-I-২০২৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/ আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের স্টেশনসমূহে দিব্যাঙ্গজনের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিম্নতম আবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৫৫,৪৭,৬৪৩.৩৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,১১,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অশোক সাউ, পিতা কেসো সাউ, সাং-৭৮/১ নং বাঙ্গালপাড়া দ্বিতীয় বাই লেন, সাঁতরাগাছি, এ.জে.সি. বোস বি. গার্ডেন, হাওড়া, বিগত ইংরাজী-০৫/১০/২০২০ তারিখে হাওড়া-০২ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫১৩০৩৮২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা লাখপতিয়া দেবী স্বামী সত্যানন্দ সিং মহাশয়ার নিকট হইতে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন পাঁচপাড়া মৌজায় জে. এল.- ৩৭ নং ভুক্ত, এল. আর.- ১৪৩৩, ২৩২৭, ২৪৮৫, ২৪৯৯ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৮৩১ নং দাগে ডাঙ্গা মোট ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী-৩০/০৩/২০১৬ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০১৫৯৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা পরেশ নাথ সাঁতরা পিতা গোষ্ঠ বিহারী সাঁতরা দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী-২২/০৯/২০১০ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৩৮৬ ও ৩৮৭ নং আমমোক্তারনামা দ্বয় দলিল দ্বারা বিক্রেতা গনের পক্ষে ১। রতন সাঁতরা পিতা কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, ২। বাবলু সাঁতরা পিতা বলাই চন্দ্র সাঁতরা, ৩। সুব্রত সাঁতরা পিতা সহদেব সাঁতরা, ৪। অষ্ট দাস পিতা কানাই লাল দাস সর্ব্ব সাং- উত্তর পাঁচপাড়া, রাধাদাসী, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয় গনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta-Advocate
Judges Court Howrah

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIeT No: 01/EO/2026-27

E-Tenders is invited for 2 no Electrical work Bid Submission start- **02/11/2026** Ends - 18/11/2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সোনালী কুমারী W/O মনোজ কুমারী ২) বিন্দু সিং, স্বামী-দিলীপ কুমার সিং গত ইংরাজি ১২.০৩.২০০৩ তারিখে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-243 (iv) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী সুশীল বাগানী পিতা-তিনকড়ি বাগানী নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় সাবেক 162 নম্বর দাগে সাবেক 1765 নম্বর খতিয়ানে ১০ কাঠা জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Tender for the following:

Tender ID(s): 2026_WBPWD_5082768_1
NIET No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-19 of 2026-2027
Bid submission start date (online): 03.11.2026.2026, 02:00PM
Bid submission closing date (online): 13.11.2026, 02:00PM
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: https:// tenders.wb.gov.in

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫৬ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ২৮-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার-এর অধীনস্থ এলাকায় বামনগ্রাম হল্ট, কালিয়াগঞ্জ, কুড়েঠা, লাভা, রাধিকাপুর, রাজগঞ্জ, সালমারি, সোনাইলি, মনিহারী, মানশাহী ও তেজনারায়ণপুরে স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ড্রেনের উন্নয়ন; **টেন্ডার মূল্য:** ৫,৭৯,২২,৪৫৫.২৯/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১১,৫৮,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার নং ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার-এর অধীনস্থ এলাকায় কাটিহার, আররিয়া, আররিয়া কোর্ট, বাথনাহা, দালান, জলালগড়, কসবা, কুসিয়ারগাঁও, রাউতারা ও সিমরাহা স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ড্রেনের উন্নয়ন; **টেন্ডার মূল্য:** ৫,২২,০৩,৯৩৪.৭৪/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১০,৪৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ২৭-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়; উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথিপত্র ২

ফ্যাসন

সারাক্ষণ আংটি পরে আঙুলে কালচে বা সাদা দাগ?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ প্রিয় আংটি খুলতেই আঙুলে চোখে পড়ছে সাদা বা কালচে ছোপ? নিয়মিত আংটি পরার কারণে অনেকের আঙুলের নির্দিষ্ট অংশের রং বদলে যায়। কালীপুজোর আগে হাতকে সু ন্দর ও ঝলমলে করে তুলতে মেনে চলুন





কয়েকটি সহজ ঘরোয়া উপায়। সাজগোজের অন্যতম আকর্ষণ আংটি। সোনার হোক বা রুপোর, কিংবা পছন্দের কোনও পাথরের আংটি-অনেকেই সারাক্ষণ আঙুলে আংটি পরে থাকতে ভালোবাসেন। কারও কাছে আবার আংটি শুধুই ফ্যাশন নয়, জড়িয়ে থাকে আবেগ কিংবা বিশ্বাস। কিন্তু দীর্ঘদিন একটানা আংটি পরে থাকার ফলে আঙুলের নির্দিষ্ট জায়গায় সাদা দাগ, কালচে ছোপ কিংবা ত্বকের রঙের পার্থক্য দেখা দিতে পারে। আংটি খুললেই সেই দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উসবের মরশুমে হাতের সাজে এমন দাগ অনেকেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামনেই কালীপুজো। নতুন পোশাক, গয়না আর সাজের সঙ্গে হাত দুটিকেও সুন্দর করে তুলতে চান নিশ্চয়ই? তাহলে জেনে নিন আঙুলের এই ধরনের দাগছোপের যত্ন নেওয়ার কয়েকটি সহজ উপায়।

১. সপ্তাহে দু'দিন আংটি খুলে রাখুন-সারাক্ষণ আংটি পরে থাকলে আঙুলের ওই অংশে ঘাম, আর্দ্রতা এবং ময়লা জমতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত এক থেকে দু'দিন কিছু সময়ের জন্য আংটি খুলে রাখুন। এতে ত্বক পরিস্কার ও শুকনো রাখার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি আংটির নিচের অংশে কোনও অস্বস্তি হচ্ছে কি না, সেটাও বুঝতে পারবেন।

২. আংটির অবস্থান বদলে নিন-অনেকেই পাথরের আংটি বা বিশেষ কোনও কারণে আংটি খুলতে চান না। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে মাঝে মাঝে আঙুল বদলে আংটি পরতে পারেন। একই জায়গায় দীর্ঘক্ষণ চাপ ও ঘর্ষণ এড়ানো গেলে ত্বকের অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে।

৩. স্ক্রাব ব্যবহারে সতর্ক থাকুন-আংটির নিচে মৃত কোষ জমে ত্বক রুক্ষ দেখাতে পারে। তবে দাগ দূর করার জন্য জোরে স্ক্রাব করা একেবারেই উচিত নয়। বরং মৃদু ক্লিনজার দিয়ে জায়গাটি পরিস্কার করুন। ত্বক সংবেদনশীল হলে স্ক্রাব এড়িয়ে চলুন।

৪. ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন-রোদে বেরোনোর সময় হাতেও সানস্ক্রিন লাগান। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের রঙের তারতম্য বাড়তে পারে। তাই হাতের খোলা অংশের পাশাপাশি আঙুলেও সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

৫. অ্যালোভেরা জেলে মিলবে আর্দ্রতা-ত্বক শুষ্ক বা রুক্ষ হয়ে গেলে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন। পরিস্কার আঙুলে অল্প জেল নিয়ে আলতো করে লাগিয়ে দিন। তবে ব্যবহারের আগে ত্বকের ছোট অংশে পরীক্ষা করে নিন। জ্বালা বা অ্যালার্জি হলে ব্যবহার বন্ধ করুন।

৬. প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন-ঘরোয়া যত্নের পরেও যদি দাগ না কমে, কিংবা চুলকানি, ফোলাভাব, ব্যথা বা ত্বকে ক্ষত দেখা দেয়, তাহলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনে পেশাদার ম্যানিকিওর করাতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, ম্যানিকিওর ত্বকের রোগের চিকিসা নয়।

উৎসবের আগে বিশেষ টিপসঃ আংটি যেন খুব আঁটসাঁট না হয়। নিয়মিত আংটির নিচের অংশ পরিস্কার করুন এবং হাত ধোয়ার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। তাতেই ত্বক থাকবে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ। কালীপুজোয় পছঃন্দের আংটির সঙ্গে সু ঃন্দর হাতের সাজ হয়ে উঠুক আপনার উসবের অন্যতম আকর্ষণ!

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জিএম-র প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় 'সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' বিষয়ে একটি 'সততা সেমিনার'-এর আয়োজন



গোরখপুর, ২ নভেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' উদযাপনের অংশ হিসেবে, ভিজিল্যান্স বিভাগের তত্ত্বাবধানে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় ২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে চৈতন্যর জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে 'সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' বিষয়ে একটি 'সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক 'সততা সেমিনার'-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার, শ্রী আদর্শ খারে, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পরিদর্শক এবং ভিজিল্যান্স বিভাগের কর্মচারীবন্দ। সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন চিফ কর্পোরেট কোচ ও ট্রেনার, শ্রী হিমাংশু বিষ্ণোই। এই উপলক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর বলেন যে, আমন্ত্রিত মূল বক্তা, শ্রী হিমাংশু বিষ্ণোই, সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি বিষয়ে তাঁর মতামত বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। জেনারেল ম্যানেজার, 'বিবেচনা' শব্দটির উপর আলোকপাত করে বলেন যে, বাস্তব জীবনে আমরা যা করি সে বিষয়ে আমাদের স্বচ্ছ থাকা উচিত। রেলওয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য 'রেল মাদাদ' অ্যাপটি ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রী বরওয়ানকর বলেন যে, আমাদের তরুণ প্রজন্মের কর্মকর্তা ও সুপারভাইজারদের চিন্তাভাবনায় সততার বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের জীবনে সত্যবাদী হতে হবে আমাদের সকলকে ভেবেচিন্তে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে হবে। আমরা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে কাজ করি, যার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এটি পরিহার করা উচিত। কাজ করার সময় আমাদের সততা ও নিষ্ঠার বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং কাজটি সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।ওশোর মতামতের সাথে একমত হয়ে জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে, আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি তা আমাদেরই স্থির করতে হবে। তিনি মানুষ ও অন্যান্য জীবের তুলনা, বোঝাপড়া এবং গুরুত্বের উল্লেখ করে 'সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক মূলভাবটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। জেনারেল ম্যানেজার মার্তণ্ড এবং দেবী ভাগবত পুরাণ থেকে 'শুম্ভ', 'নিশুম্ভ' এবং 'ধূম্রলোচন' শব্দগুলি উদ্ধৃত করে সত্যবাদিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই উপলক্ষে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিষ্ণোইকে একটি স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। এর আগে, আমন্ত্রিত মূল বক্তা, চিফ কর্পোরেট কোচ ও ট্রেনার, শ্রী হিমাংশু বিষ্ণোই 'সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে বিশ্বাসই সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি বিশ্বাসের মৌলিক নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন।

ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে চালু হচ্ছে এমআরআই, ৫০ শয্যার ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ার উদ্যোগ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় জুড়তে চলেছে নতুন পালক। এবার এই হাসপাতালেই চালু হতে চলেছে এমআরআই পরিষেবা। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের দাবি মেনে হাসপাতাল চত্বরেই ৫০ শয্যার ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে, নতুন বহির্বিভাগ ভবন তৈরির কাজও প্রায় শেষের মুখে। এই তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঝাড়গ্রাম-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আর দূরের হাসপাতালে ছুটতে হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার হাসপাতাল পরিদর্শন করে ওই প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য তথা বিনপুরের বিজেপি বিধায়ক চিকিৎসক প্রণত টুডু। পরিদর্শনের পরে তিনি জানান, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে এমআরআই পরিষেবা চালুর অনুমোদন ইতিমধ্যেই মিলেছে। সেই পরিষেবা চালুর জন্য নির্দিষ্ট ঘর এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ কতটা এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই এ দিনের পরিদর্শন। তাঁর আশা, আগামী এক থেকে দু'মাসের মধ্যে পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ করে এমআরআই পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। প্রণত জানান, ঝাড়গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি একটি উন্নত ট্রমা কেয়ার সেন্টার। সেই দাবি পূরণে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরেই উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করে ৫০ শয্যার ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি নতুন বহির্বিভাগ ভবন তৈরির কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। ভবনটির নির্মাণকাজ প্রায় শেষ। তবে সেখানে কবে থেকে রোগীদের পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।বিশেষত জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পথ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রোগীদের দ্রুত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ট্রমা কেয়ার সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অন্য দিকে, এমআরআই পরিষেবা চালু হলে জটিল রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীদের আর অন্যত্র যেতে হবে না। সব মিলিয়ে নতুন এই পরিকাঠামোগুলি চালু হলে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে বলে আশা।

উৎসবের ভিড় সামলাতে টাটানগর ও লাভার মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে রেলওয়ে

আসানসোল, ২ নভেম্বরঃ আসন্ন দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে 'ট্রেন অন ডিমান্ড' প্রকল্পের আওতায় টাটানগর ও লাভার মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৮১৮১ টাটানগর-লাভ। দীপাবলি ও ছট পূজা 'ট্রেন অন ডিমান্ড' বিশেষ ট্রেনটি টাটানগর থেকে দুপুর ১.০০টায় (১৩.০০টা) ছেড়ে পরদিন ভোর ৪.৫০টায় লাভা পৌঁছাবে। ট্রেনটি ৫ নভেম্বর, ১২ নভেম্বর এবং ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার)-এই তারিখগুলোতে মোট ৩টি ট্রিপ সম্পন্ন করবে।০৮১৮২ লাভা-টাটানগর দীপাবলি ও ছট পূজা 'ট্রেন অন ডিমান্ড' বিশেষ ট্রেনটি লাভা থেকে ভোর ৫.২০টায় ছেড়ে একই দিন রাত ১১.৫০টায় (২৩.৫০টা) টাটানগর পৌঁছাবে। ট্রেনটি ৬ নভেম্বর, ১৩ নভেম্বর এবং ২০ নভেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার)-এই তারিখগুলোতে মোট ৩টি ট্রিপ সম্পন্ন করবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল বিভাগের অন্তর্গত চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডিহ স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার শ্রেণি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থাকবে।

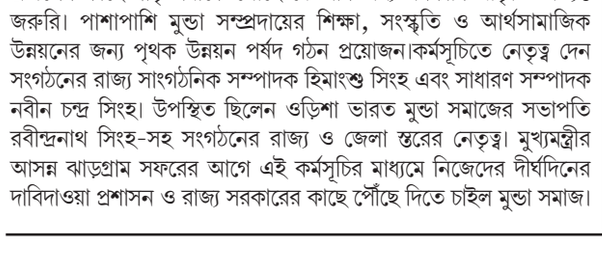
ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেইন, পেনশনভোগীদের সুবিধা প্রদান পূর্ব রেলওয়ের

কলকাতা, ০২ নভেম্বরঃ ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত দেশব্যাপী উদযাপিত ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) ক্যাম্পেইন ৫.০-এর অংশ হিসেবে পূর্ব রেলওয়ে তার সদর দপ্তর, চারটি ডিভিশন-হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা-এবং তিনটি ওয়ার্কশপ-কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া ও জামালপুরে বিশেষ হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন করেছে। রেলওয়ে পেনশনভোগীদের সুবিধাজনকভাবে তাঁদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) জমা দেওয়ার সুবিধার্থে এই কেন্দ্রগুলি চালু করা হয়েছে।

হ্যাক হল ইউক্রেনের অ্যালার্ট সিস্টেম, নিশানায় রাশিয়ার সরকারি অ্যাপও!

১-র পাতার পর-'এয়ার অ্যালার্ট' অ্যাপটি সম্ভবত হ্যাক করা হয়েছে। একই সঙ্গে নাগরিকদের আতঙ্কিত না হয়ে সরকারি চ্যানেলের নির্দেশিকা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরে ইউক্রেনের সরকারের তরফে জানানো হয়, দেশের সর্বত্র জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। জানানো হয়েছে, সমস্ত বিপদ সংক্রান্ত সংকেত স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী রাস্তায় থাকা সতর্কতা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা সম্প্রচার করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের প্রভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতেই ফের এই সাইবার হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। যুদ্ধের জেরে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দামের উপর যে প্রভাব পড়তে পারে, তা বিবেচনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জ্বালানি ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, ''মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি মনে করেন যে এই যুদ্ধ জ্বালানির দামকে প্রভাবিত করছে, তা হলে তিনি জ্বালানি ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিতে পারেন। অন্যদিকে, রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি সংক্রান্ত মন্ত্রক জানিয়েছে, তাদের সরকারি মোবাইল অ্যাপ একটি বড়সড় সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই দুই সাইবার হামলার পিছনে কারা রয়েছে, সে বিষয়ে প্রকাশিত তথ্য থেকে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। এদিকে, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মধ্যে মানবিক উদ্যোগও অব্যাহত রয়েছে। গত রবিবার মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ইউক্রেনের খেরসন অঞ্চলের ওলেশকিতে পাঁচ দিনের মানবিক যুদ্ধবিরতি চলাকালীন মস্কো ও কিয়েভের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তবে ওই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ১ নভেম্বর শেষ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মেলানিয়া জানান, এই উদ্যোগের ফলে প্রায় ৮০০ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে মুন্ডারি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে পথে মুন্ডা সমাজ



স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ আগামী ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ির সাহাড়িতে সভা করতে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তার আগে মুন্ডারি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি-সহ একাধিক দাবিতে পথে নামল মুন্ডা সমাজ। সোমবার গোপীবল্লভপুরে ভারত মুন্ডা সমাজের ডাকে আয়োজিত মিছিল ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে ব্যাপক জমায়েত হয়। মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষার অধিকার ও সামাজিক উন্নয়নের দাবিতে মিছিলের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমেও নিজেদের দাবি তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা।ভারত মুন্ডা সমাজের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি ও ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এবং গোপীবল্লভপুর ১ ব্লক কমিটির সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সোমবার দুপুর থেকে গোপীবল্লভপুর বাসস্ট্যান্ডে জমায়েত শুরু হয়। সেখান থেকে মিছিল ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি শুরু হয়ে প্রায় ২-৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ছাতিনাশোল এলাকায় পৌঁছয়। বিকেলে সংগঠনের নেতৃত্বের একটি প্রতিনিধিদল গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বিডিও-র হাতে দাবিসংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। সংগঠনের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, মুন্ডাদের মাতৃভাষা মুন্ডারিকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা, মুন্ডা সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথক মুন্ডা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন এবং পশ্চিমবঙ্গে মুন্ডারি ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া। সংগঠনের বক্তব্য, ভাষার সংরক্ষণ, প্রসার ও আগামী প্রজন্মের কাছে মাতৃভাষাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারি স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি মুন্ডা সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন প্রয়োজন।কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক হিমাংশু সিংহ এবং সাধারণ সম্পাদক নবীন চন্দ্র সিংহ। উপস্থিত ছিলেন ওড়িশা ভারত মুন্ডা সমাজের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহ-সহ সংগঠনের রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন ঝাড়গ্রাম সফরের আগে এই কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে চাইল মুন্ডা সমাজ।

দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে পুলিশেরই ঝামেলা!

১-র পাতার পর-দফতরের ভেতরে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসার অনুরোধ জানান। অন্যদিকে, আইনজীবী সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে এই বদলির প্রতিবাদ জানিয়ে ও নিজেদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরতে সরাসরি দিল্লি পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমারের কাছে আলোচনার লিখিত আবেদন জানিয়েছেন বদলি হওয়া এসিপি মনস্বী বিশিষ্ট। সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে সহকর্মীদের এমন বিক্ষোভ সামলাতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে দিল্লি পুলিশ প্রশাসন। এদিকে আবার এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশকেই টিপ্পনী কেটে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর কটাক্ষ, তিনি বাংলায় রয়েছেন না হলে দিল্লিতে গিয়ে এই পুলিশ-পুলিশ বচসায় যোগ দিতেন!

তীব্র দূষণের মাঝেও বাজি পোড়ানোয় অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের, দেওয়া হল যুক্তি

১-র পাতার পর-সীমিত সময়ের জন্য এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির কারণে গত সপ্তাহে রাজধানীর দূষণ অনেকটাই কমেছিল। গত শুক্রবার একিউআই নেমে হয়েছিল ৬০। অক্টোবর মাসের হিসাবে গত চার বছরের মধ্যে দিল্লির বাতাসের এটাই ছিল সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতি। কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শনিবার সূচক বেড়ে হয় ১১৭, রবিবার ২৬১। সোমবার সকাল ৭টায় তা পৌঁছে যায় ৩০৭-এ। চলতি মরসুমে এই প্রথম দিল্লির বাতাস 'অতি খারাপ' পর্যায়ে পৌঁছল। এর আগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি একিউআই ছিল ৩০৫। রাজধানীর ৫৯টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি জাহাঙ্গীরপুরীতে। সেখানে একিউআই ৪১৭, অর্থাৎ 'ভয়ানক' পর্যায়ে। আইটিও এলাকায় সূচক ৩৪৯। বাকি অধিকাংশ কেন্দ্রেও বাতাসের মান 'খারাপ' বা 'অতি খারাপ'। দীপাবলির আগে থেকেই দূষণ নিয়ন্ত্রণে তৎপর দিল্লি প্রশাসন। ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে শীতকালীন ওয়ার্কপ্ল্যান। রাজধানীতে ঢোকা গাড়ির নথি পরীক্ষা করতে বিভিন্ন সীমানায় বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। প্রথম দিনেই ১৪ হাজার ৯৩০টি গাড়ির নথি যাচাই হয়। প্রায় ১০ শতাংশ গাড়িকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরিমানা আদায় হয়েছে ৬৮ লক্ষ ৪০ হাজার। এর মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ শংসাপত্র না থাকায় জরিমানা হয়েছে ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বিএস-৬ মানের আগের গাড়িগুলির প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

টলিউডের ২৩ গিল্ডে নতুন

১-র পাতার পর-চক্রবর্তী। তবে হেয়ার স্টাইলিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এই পদে রিনা মণ্ডল ও সোমা সাহার ভোটের ফল সমান হয়েছে। ফলে আগামী ৮ ডিসেম্বর ফের ভোট হওয়ার কথা। সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে রিনা জানার নাম জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ২৩টি গিল্ডের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। বাকি সংগঠনগুলির নির্বাচন নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা। এবার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হবে ফেডারেশনের নতুন কাঠামো। সেই কমিটিই পরবর্তী সময়ে শিল্পের বিভিন্ন নিয়ম ও কাজের বিষয়গুলি দেখবে। তবে নতুন সভাপতি ও সম্পাদকদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শুধু সংগঠন চালানো নয়, টলিউডে কাজের পরিবেশ ফেরানো। এতদিন কাজের সুযোগ, গিল্ড কার্ড এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রভাব নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার উত্তর দিতে হবে নতুন নেতৃত্বকেই। নির্বাচনে পদ পাওয়া গেল, এবার কি সত্যিই বদলাবে টলিউডের কাজের ছবিটা?

পরিবহণমন্ত্রীকে প্রস্তাব মালিক সংগঠনের

১-র পাতার পর-১৬ থেকে ২০ কিমি দূরত্ব গেলে যাত্রীদের মাথাপিছু গুনতে হবে ২৮ টাকা। ২০ থেকে ২২ কিমি পর্যন্ত গেলে ৩০ টাকা ভাড়া দিতে হবে যাত্রীদের। জেলার ক্ষেত্রে সাধারণ বাসে প্রথম ৪ কিমির ক্ষেত্রে ২০ টাকা ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী প্রতি কিমিতে ১ টাকা ২০ পয়সা কোরে ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এক্সপ্রেস বাসের ক্ষেত্রে প্রথম ৪ কিলোমিটারে ২৫ টাকা ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ এসি বাসের ক্ষেত্রে প্রথম ৪ কিমিতে ৪০ টাকা ভাড়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভলভো বাসগুলির ক্ষেত্রেও ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথম ২ কিলোমিটারে ৫০ টাকা ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, মালদহ জেলার মিনিবাসের ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাবও একইভাবে রাখা হয়েছে। দার্জিলিং-সহ পাহাড়ের অন্যান্য জায়গায় চলা বাসগুলির ভাড়া বৃদ্ধিও প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। বাস মালিক সংগঠনের দাবি, দীর্ঘ সময় ভাড়া বাড়েনি। ফলে আর্থিক লোকসান হচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Rajandra Kumar Jain (Old Name) S/O–Shanti Jain residing at Main Road Dhuliyan , PO-Dhuliyan , PS-Samsherganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Rajandra Kumar Jain to Rajendra Kumar Jain and henceforth I shall be known as Rajendra Kumar Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/10/2026 . My name Rajendra Kumar Jain & Rajandra Kumar Jain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alikodar Mondal (Old Name) S/O–Usuf Mandal residing at Nowda Durgapur , Chakdah , Nadia , West Bengal 741222 do hereby declared that I have changed my name from Alikodar Mondal to Ali Kadar Mandal and henceforth I shall be known as Ali Kadar Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/11/2026 . My name Ali Kadar Mandal & Alikodar Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Atikur Rahaman (Old Name) S/O–Mojammel Hoque Seikh residing at Pulinda , Beldanga , Murshidabad , West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Atikur Rahaman to Md Atikur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Atikur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/11/2026 . My name Md Atikur Rahaman & Mohammad Atikur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mihir Sarkar (Old Name) S/O–Santosh Sarkar residing at Raghunathpur , Tehatta , Nadia , West Bengal 741160 do hereby declared that I have changed my name from Mihir Sarkar to Mihir Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Mihir Kumar Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/11/2026 . My name Mihir Kumar Sarkar & Mihir Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Obaidullah Sekh (Old Name) S/O–Md Mostaque Ali residing at Balugram , Haruchak, Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Obaidullah Sekh to Md Obaidullah Sk and henceforth I shall be known as Md Obaidullah Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/11/2026 . My name Md Obaidullah Sk & Md Obaidullah Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohibur Sekh (Old Name) S/O–Merajul Seikh residing at Khojardanga , Dahapara , Murshidabad, West Bengal 742104 do hereby declared that I have changed my name from Mohibur Sekh to Mohibur Sk and henceforth I shall be known as Mohibur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/11/2026 . My name Mohibur Sk & Mohibur Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tapas Kumar Saha (Old Name) S/o Ashim Saha Residing at 9A, Creek Lane,Intally, S. O. Intally District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Tapas Kumar Saha (Old Name) to Tapas Saha (New Name) and henceforth I shall be known as Tapas Saha (New Name) in all purpose, vide affidavit no 17687 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah on Dated 21-05-2026. Tapas Saha (New Name) and Tapas Kumar Saha (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashok Gour, Ashoke Kumar Gour (Old Name) S/o Ram Prasad Kahar Residing at 45/1/1, Chakraberia Road South, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ashok Gour, Ashoke Kumar Gour (Old Name) to Ashok Kumar Gour (New Name) and henceforth I shall be known as Ashok Kumar Gour (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 31 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 02-11-2026. Ashok Kumar Gour (New Name) and Ashok Gour, Ashoke Kumar Gour (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saira Begum (Old Name) W/o Rashid Ahmed Residing at 17, Kavi Md Iqbal Pur Road, P.o - Khidderpore, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Saira Begum (Old Name) to Shaira Begum (New Name) and henceforth I shall be known as Shaira Begum (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 28 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 02-11-2026. Shaira Begum (New Name) and Saira Begum (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Faruk Ahamed (Old Name) S/o Hayat Ali Sardar Residing at Pilkhana, Paikpara, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West B

বেনারস যেতে হবে না, বহরমপুরে ভাগীরথী পাড় সাজাতে মেগা প্ল্যান বিজেপি বিধায়কের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ নভেম্বর ঃ বেনারসের গঙ্গার সান্ধ্যকালীন গঙ্গা আরতির শোভা কাকে না টানে! সেই স্বর্গীয় অনুভূতি উপলব্ধি করতে হাজার কিলোমিটার দূর থেকেও মানুষ ছুটে যান উত্তর ভারতের এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে। সুদূর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী কিংবা গুজরাট থেকে পূর্ব সীমান্তের মানুষ, সবাইকে যেন অমোঘ হাতছানিতে ডাকে বেনারসের গঙ্গা আরতি। তবে বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদবাসীকে এবার আর প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বেনারসে গিয়ে গঙ্গা আরতি দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরেই এবার চালু হতে চলেছে বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতি। পর্যটন মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলাকে আরও উন্নত করতে ভাগীরথী তীরবর্তী ঘাটগুলিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন বহরমপুরের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ওরফে কাঞ্চন। ইতিমধ্যেই বহরমপুরের নদী ঘাটগুলিকে সাজানোর তাঁর পরিকল্পনা পৌঁছে গেছে প্রশাসনের কাছে। এখন শুধু প্রশাসনের তরফে সবুজ সংকেতের অপেক্ষা। তারপরই শুরু হতে চলেছে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সুব্রত মৈত্র বলেন, আমি বহরমপুরের দু'বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। প্রথমবার থেকেই বহরমপুর শহরকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা আমি করেছি। যদিও বিগত সরকার আমার এই পরিকল্পনায় কোনও দৃষ্টিপাত করেনি, তবে আমি আশাবাদী নতুন সরকারের আমলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তিনি আরও বলেন, খাগড়াঘাট, সৈদাবাদ, গোরাবাজার, কলেজ ঘাট এবং পোর্ট ট্রাস্ট ঘাটকে নতুন করে সাজিয়ে সেখানে বেনারসের মতো গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার। শুধু আরতিই নয়, পুণ্যার্থীদের স্নানের সুবিধার কথাও ভেবেছেন বিধায়ক। তিনি বলেন, আমি দেখেছি শ্রাবণ মাস সহ বিভিন্ন সময় প্রচুর মানুষ বহরমপুর শহরে পবিত্র ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে আসেন। সেই সময় যাতে তাঁরা সহজেই গঙ্গাস্নান করতে পারেন, তার জন্য পুরনো কান্দি বাসস্ট্যান্ড ব্রিজ সংলগ্ন যে ঘাটটি রয়েছে, সেখানে ১৫ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট চওড়া তারের ব্যারিকেড করে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করে দিতে চাই। যাতে স্নান করতে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। এছাড়া কান্দি বাসস্ট্যান্ড ব্রিজ সংলগ্ন ঘাট থেকে শুরু করে ফরাসডাঙা পর্যন্ত গঙ্গার তীরবর্তী সমস্ত ঘাটগুলিকে আমি নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা করেছি। এখানেই শেষ নয়। বহরমপুরের একটি নদী ঘাটে কলকাতার বাবুঘাটের মতো একটি ক্রুজ হোটেল চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান বাড়াতেও উদ্যোগী হয়েছেন বিধায়ক। তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে ভাগীরথী তীরবর্তী ঘাটগুলির আমূল সংস্কার। সেখানে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত আম, রেশম বস্ত্র, কাঁসার বাসনপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান বসিয়ে কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে চান তিনি। একই সঙ্গে বহরমপুরের নদী তীরবর্তী যে মন্দিরগুলো রয়েছে, সেগুলো সাজানোর ব্যবস্থাও করছেন কাঞ্চনবাবু। সব মিলিয়ে বহরমপুরে দ্বিতীয়বারের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সুব্রত মৈত্রর হাত ধরে নতুন করে সেজে উঠতে চলেছে নবাব নগরীর প্রাণকেন্দ্র বহরমপুর শহর। বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতি চালু হলে তা যে মুর্শিদাবাদের পর্যটনে এক নতুন জোয়ার আনবে, তা বলাই বাহুল্য।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ বিবেক খারে-এর

মালিগাঁও, ২ নভেম্বর ঃ ১৯৮৯ ব্যাচের একজন আইআরএসএমই আধিকারিক বিবেক খারে ১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নতুন



জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে চ্যাগদান করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে, তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। এটি ভারতীয় রেলের ১৮টি ভৌগোলিক জোনের মধ্যে অন্যতম, যা বৃহত্তম এবং সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অঞ্চলগুলির একটি। এই জোন ১০টি রাজ্য এবং ৩৬টি লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে বিস্তৃত, যার মধ্যে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও জোনে রেল পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তাঁর দক্ষতা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদানের আগে, তিনি রায়বেরিলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরিতে প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অমিত নস্কর, পিতা- ধরণী নস্কর, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৮৮নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২২৯২/২০২৬নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (মদন মোহন নন্দী) দলিল দ্বারা মৌজা- ভান্ডারদহ (৩২), হাল- ৫৮৯৩, ৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৮৯৬, ৫৮৯৭নং খতিয়ানে, সাবেক-২০৪৫নং, হাল-২০৭২ দাগে মোট ৪.১৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ : ২৯.১০.২০২৬ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং.: টিএন-১৯৬-২৬-২৭; কাজের নাম:** সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে i) নিশ্চিন্দপুরে : নিশ্চিন্দপুর ওভার রান লাইনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যমান লুপ লাইনের সম্প্রসারণ, (ii) বারুইপুরে: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বারুইপুরের অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে রেলওয়ে পরিসরের অভ্যন্তরে এলসি গেটগুলির সঙ্গে সংযুক্ত রাস্তা সমেত ক্ষতিগ্রস্ত স্টেশন প্রবেশ পথের মেরামতি। iii) সোনারপুরে: সোনারপুর কারশেডে ১৫ কোচের দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ইএমইউ রেক রাখার জন্য একটি স্টেবলিং লাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব, পাথওয়ে এবং আলোকিতকরণের ব্যবস্থা, সীমানা প্রাচীর এবং পয়:প্রণালী ব্যবস্থা সমেত মেটালিক রাস্তার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য:** ২,৭৮,২৭,১৩৮.৭৮ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ৫,৫৬,৬০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ২; টেন্ডার নং.: টিএন-১৯৯-২৬-২৭; কাজের নাম:** বারাসাতে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বারাসতের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ বারাসাত-এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত নতুন আরপিএফ ব্যারাকের (২৫ শয্যার) ব্যবস্থা; **টেন্ডার মূল্য:** ১,৩৪,৯৫,৪১০.২৪ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ২,৬৯,৯০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৩; টেন্ডার নং.:টিএন-২০৫-২৬-২৭; কাজের নাম:** সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বারাসাতের অধীনে বারাসাত - হাসনাবাদ শাখায় কিমি ১২.৪২৩ টিআরপি-র কাজ। আপ লাইনে কিমি ২.০০০-৫.৩০০, আপ লাইনে কিমি ৮.৬০০-১১.০০০ এবং ১০৪.৫৫৫-১০৪.৯৪১, আপ লাইনে কিমি ৫.৩০০-৮.৬০০ এবং বারাসাত - হাসনাবাদে (এসএল), বিসিএম মেশিন এবং ডিপ স্ক্রিনিং ১০.৭০২ কিমি মেন লাইনে টিবিআর (পি অ্যান্ড সি) -০১ সেট, টিএফআর-৫৪.৩১৮ টি কে এম। টিটিআর (পি অ্যান্ড সি) -০১ সেট, টিএফআর - ৫৪.৩১৮ টিকেএম। টিটিআর (টিডব্লুএস + ডব্লুসি এমএসসি) -১৫ সেট (৮.৫-এ ১), টিটিআর)টিডব্লুএস + ডব্লুসিএমএসসি-৪০ সেট (১২-তে) এলসি গেট সমূহর সাইনেজ বোর্ড সহ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার উপরিতল মেরামত সমেত এলসি-র আমূল সংস্কার, রেলওয়ে পরিসর অভ্যন্তরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ বেড়া/রেল বাধা/প্রভৃতির মেরামতি; **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৪৮,১৮,১৮২.২১ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ৮,৯৬,৪০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৪; টেন্ডার নং.: টিএন-২০৬-২৬-২৭; কাজের নাম:** সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বারুইপুরের অধীনে i) ধপধপি (ডিপিডিপি) ইয়ার্ডের পুনর্গঠন। (ii) অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত টিএফআর, টিবিআর, ডিপ স্ক্রিনিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৪,৮২,৮৬৬.৮১ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ২,৪৯,৭০০.০০ টাকা; ভারতীয় রেল-এর চুক্তির সাধারণ প্রামাণ্য শর্তাবলি ২০২২ অনুসারে, **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য (ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য); **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য ২০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য ২০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে; টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-288/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad.
e-N.I.T. No. 01/2026-27

e-N.I.T.-01 is invited through on-line by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 01 (One) no. work under Chhaighari Gram Panchayat from **03.11.2026 to 13.11.2026**

N.B.:Details may be obtained from **http://tenders.wb.gov.in** & from this office during office hours.

Prodhan,
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

Short Notice Inviting Tender No- 15/ CMPROGRAMMEPURSURAH/ HUG /2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for CM Programme at Pursurah. Tender submission Closing Date **03.11.2026 up to 04.00 p.m.** For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting Quotation No- 03/ CMPROGRAMMEPURSURAH/ HUG/2026-27/BIO-TOILET

Quotation is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for CM Programme at Pursurah. Tender submission Closing Date **03.11.2026 up to 04.00 p.m.** For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting Quotation No-02/ CMPROGRAMMEPURSURAH/ HUG /2026-27

Quotation is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for CM Programme in Pursurah. Tender submission Closing Date **03.11.2026 up to 04.00 p.m.** For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

প্রতারণার শিকার যুবক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ নভেম্বর ঃ ঃ এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হলেন বর্ধমান শহরের এক যুবক। অপরিচিত ব্যক্তির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে মুহূর্তের অসতর্কতায় মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া গেল ৪০ হাজার টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের সাধনপুর এলাকার একটি এটিএম কাউন্টারে। এই ঘটনায় বর্ধমান সাইবার অপরাধ দমন শাখায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কালনা গেট নারীকলোনির বাসিন্দা অরিত্র দত্ত। অরিত্রের সাধনপুর এলাকায় একটি দোকান রয়েছে। সোমবার কাজের প্রয়োজনে ওই এলাকার একটি এটিএম কাউন্টারে সাত হাজার টাকা তুলতে যান তিনি। অভিযোগ, টাকা তোলার সময় মেশিনের সাত নম্বর বোতামটি ঠিকমতো কাজ করছিল না। সেই সময়ই কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে পড়ে এক অপরিচিত ব্যক্তি। মেশিনের সমস্যা সমাধানের অজুহাতে নানা কথা বলে অরিত্রকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করে সে। অরিত্রের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি কৌশলে এটিএম কার্ড ও টাকা তোলার প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। সেই সুযোগে তাঁর আসল এটিএম কার্ডের পরিবর্তে একটি অন্য বা নিষ্ক্রিয় কার্ড তাঁকে ধরিয়ে দেয়। গোটা ঘটনাটি এতটাই দ্রুত ঘটে যে, প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি। পরে ব্যাঙ্কের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য জানতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় অরিত্রের। তিনি জানতে পারেন, তাঁর মায়ের নামে থাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে ৪০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। মাত্র সাত হাজার টাকা তোলার উদ্দেশ্যে এটিএমে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ কার্ড বদলের প্রতারণায় শেষ পর্যন্ত বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হল পরিবারকে। এরপরই বর্ধমান সাইবার অপরাধ দমন শাখায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অরিত্র। কীভাবে কার্ড বদল করে প্রতারক টাকা হাতিয়ে নিল, সেই ঘটনার তদন্ত এবং খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধারের আশায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনা এটিএম কাউন্টারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে মেশিনে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিলে অনেকেই অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্য নিতে বাধ্য হন। আর সেই দুর্বলতার সুযোগই কাজে লাগাচ্ছে প্রতারকরা। তাই এটিএমে টাকা তোলার সময় অপরিচিত কারও হাতে কার্ড তুলে না দেওয়া, পিন না জানানো এবং লেনদেন শেষে নিজের কার্ডটি ভালোভাবে যাচাই করার বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।

আদিবাসী অধিকার রক্ষায় মানবাজারে বিশাল মহাসমাবেশঃ অ-আদিবাসী সম্প্রদায়কে এস.টি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির তীব্র প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২ নভেম্বর ঃ অ-আদিবাসী সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার ও জীবন-জীবিকার সুরক্ষাসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল পুরুলিয়ার মানবাজার। সোমবার মানবাজারের পাথরকাটা ফুটবল ময়দানে 'ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল'-এর পুরুলিয়া জেলা শাখার আহ্বানে এবং বিভিন্ন আদিবাসী গণ-সংগঠনের সক্রিয় সহায়তায় এক ঐতিহাসিক ও বিশাল মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই মহাসমাবেশে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষ জমায়েত হন। তাঁদের হাতে ছিল ঐতিহ্যবাহী তীর-ধনুক এবং অধিকার আদায়ের নানা স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। সমাবেশে বক্তারা একযোগে বলেন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং তাদের দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবিগুলো আদায় না হলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। কোনোভাবেই অ-আদিবাসী সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এর ফলে আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জল, জঙ্গল ও জমির ওপর অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের জীবন-জীবিকা রক্ষার স্বার্থে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের জেলা নেতৃত্ব ও অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারের



নীতি ও চক্রান্তের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, আদিবাসীদের অস্তিত্বের প্রতীক জঙ্গল এবং তাদের বাসভূমিকে রক্ষা করতে তাঁরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। আজকের এই মহাসমাবেশ থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে বলেও জানানো হয়। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজিত এই বিশাল সমাবেশকে কেন্দ্র করে মানবাজার এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন সফলভাবে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় প্রধান পরিকাঠামো ও সুরক্ষা আধুনিকীকরণ কাজ সম্পন্ন করেছে

কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ যাত্রী নিরাপত্তা এবং পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির এক বিরাট পদক্ষেপে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডের নির্দেশিকা ও দূরদর্শিতায় পূর্ব রেলওয়ে সফলভাবে একটি সমন্বিত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে, ব্যান্ডেল- কাটোয়া শাখায় লেভেল ক্রসিং ৭সিই এবং লেভেল ক্রসিং ১২এ১ জুড়ে ১টি প্রধান লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস) ট্রাফিক ব্লক সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিচালনগত সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে, পূর্ব রেলওয়ে দক্ষতার সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগের মতো ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অধীনে ১৭ টি স্বতন্ত্র কাজের ক্ষেত্র জুড়ে ১৬টি শ্যাডো ব্লক কাজ সফলভাবে সমন্বিত করেছে। হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুর এই সমন্বিত ট্রাফিক ব্লকে পরিকাঠামোগত কাজের উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে কর্মীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও প্রশংসা করেছেন। এই বিস্তৃত মাঠপর্যায়ের কাজগুলি সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-৪ (হাওড়া) এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন টিমের সক্রিয় সহযোগিতায় ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩ (হাওড়া) দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে। ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ ও কাঠামোগত কাজের অধীনে, টিমগুলি ৪.৭৫৪ ট্র্যাক কিলোমিটার ডি-স্ট্রেসিং, ট্যাম্পিং এক্সপ্রেস ব্যবহার করে ৫.৬ ট্র্যাক কিলোমিটার ট্র্যাক ট্যাম্পিং, ০.৮৯ ট্র্যাক কিলোমিটার থ্রু রেল রিনিউয়াল (প্রাইমারি), ০.৪১২ ট্র্যাক কিলোমিটার করে থ্রু ফাস্টেনার রিনিউয়াল এবং ইলাস্টিক রেল ক্লিপ প্রতিস্থাপন, ৮৮.৯ ট্র্যাক মিটার শর্ট রেল অ্যাটেনশন এবং ৩টি রেললাইনে লেভেল ক্রসিং ওভারহলিং সম্পন্ন করেছে। ১২টি শ্মিড কাল্টওয়ালজওয়ার্ক ভেলবার্ট (অ্যালুমিনো- থার্মিক) ওয়েল্ডিং, ৫টি ইন-সিটু গ্লুড জয়েন্ট, ২১টি ফিশ প্লেটেড গ্রীসিং, ৬টি সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জ পরীক্ষা, ১টি থিক ওয়েব সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট প্রতিস্থাপন এবং ১ সেট সুইচ প্রতিস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিকস, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্র্যাক সুরক্ষা কার্যক্রম একই সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সংহত সুরক্ষা কার্যক্রমের সাফল্য তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, এই সমন্বিত মেগা ব্লকটি নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ট্র্যাক পরিকাঠামো সুদৃঢ় করা এবং নিয়মিত ট্রেন চলাচলে ন্যূনতম বিঘ্ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগন ১) অজয় কুমার বাগ, পিতা- জানকী নাথ বাগ, ২) সত্যজিৎ দত্ত, পিতা-উত্তম দত্ত, ৩) পুজা দত্ত, স্বামী- সত্যজিৎ দত্ত, ২০২৫ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৩৪৬, ১৪৭৭, ১৪৭৮নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০১৮৪/২০১২নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (অমিত দাস) দলিল দ্বারা মৌজা- উত্তর ঝাঁপড়দহ (০৯), সাবেক -৯৮৬, ১৪২৩নং, হাল- ৪২০৫, ৪২০৬, ৪২০৭, ৫৬৫৪, ৫৮৮১নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল-১৬৭৪, ১৬৭৬ ও ১৬৭৮নং, দাগে মোট (৩.৮৮১ + ১.২৯ + ১.৩৬২)=৬.৫৩৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

Emergent construction of temporary helipad and associated facilities in the district of Hooghly for proposed visit of the Hon'ble VVIPs in connection with the public benefit distribution programme scheduled to be held on 5th Nov 2026. under Hooghly Construction Division, PWD, during the year 2026-2027.

Offline NIT No. : WBPWD/EE/HCD/SHORT OFFLINE NIT 20/2026-27

Last date for issue of Bid papers is on 03.11.2026 up to 12:00P.M.

Last date for receiving Tender papers in sealed cover is on 03.11.2026 up to 1:00P.M.

Date of Opening of Tender: 03.11.2026 at 1:30 P.M.

Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-III, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/124/R

Name of work : **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chatt Puja at Dahi Ghat and its surrounding areas in Ward No.-80.** Estimated Amount : **Rs. 2,50,960.00.** Earnest Money : **Rs. 5,100.00.** Period of Completion : **03 Days**. Last date and time of completion of bid : **14.11.2026** up to **2 p.m.** Tender (Technical) opening date : **14.11.2026** at **4 p.m.** The bid form and other details are available on and from **03.11.2026** from **2 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only.

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Zone-1, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/05/26-27

Name of work : **Repairing and replacement of electrical damaged item at Narayan Sur Street Uttaran, Banamali Sarkar Street (Kumartully) Uttaran and other places in Ward No.-09, under Br-1.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,238.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Time of Completion : **25 Days**. Last date and time of bid submission: **18.11.2026** at **01.15 p.m.** The bid form and other details are available on and from **03.11.2026** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E (M)/Roads, KMC** invites quotation e-tender online in two bid system for following work:

NIT No.: KMC/D G (M)/ASP/GG/M-39/2026-27

Name of work : **Manufacturing, supply, fitting of driving and non driving roller for conveyor belt in Batch mix plant at Asphaltum, Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **07 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.11.2026 (1 p.m.).** Bid opening date for technical proposal: **19.11.2026 (2 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **05.11.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works:

1. NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/54/26-27

Name of work : **Repairing and restoration of LT power cables by providing straight-through jointing, including supply and installation of all necessary jointing accessories at the CMO Building Lawn.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 8,300.00.** Period of Completion : **10 Days.**

2. NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/44/26-27

Name of work : **Comprehensive maintenance contract of AC Machines at Ground Floor of CMO Building under KMC.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00.** Period of Completion : **181 Days.** Last date and time of submission of Bid : **14.11.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **21.11.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **06.11.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: KMC/LTG/RS/33/26-27/78

Name of work : **Repairing works of street lighting system at Mudiali Road, Kopi Bagan and others in Ward No.-136, Br-XV.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,277.09**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **30 Days**.

2. NIT No.: KMC/LTG/RS/34/26-27/79

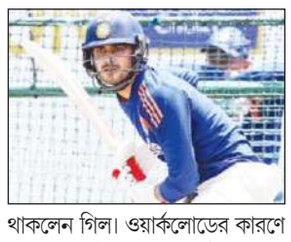
Name of work : **Repairing of street lighting system at Gabtala, Mondal Para and others in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,483.18**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **30 Days**.

3. NIT No.: KMC/LTG/RS/35/26-27/82

Name of work : **Improvement of street lighting system at Uttaran areas of Mullick Para, Thnadar Para and others in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,126.60**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **30 Days

নেটে ৩ ঘণ্টা ট্রেনিং শুভমনের, প্র্যাকটিসে নামলেন না রোহিত-কোহলি

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ২ নভেম্বরঃ ৪ নভেম্বর থেকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে নামবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তার আগে সোমবার ইডেন পার্কে দীর্ঘ অনুশীলন করলেন ভারতের ক্যাপ্টেন শুভমন গিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ব্যাটিং সেশন ও ফিল্ডিং প্র্যাকটিস সারলেন তিনি। বিদেশের মাটিতে ব্যাট হাতে নজর কাড়ার জন্য মরিয়া ভারতের অধিনায়ক। তবে গতদিন আকিব নবির বিরুদ্ধে নেটে বিপাকে পড়লেও এ দিন অনুশীলনে নামলেন না বিরাট কোহলি। শুধু কোহলি নয়, রোহিত শর্মা ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ও ইনডোর প্র্যাকটিস সারেন। কেন আলাদা করে নজর কাড়লেন গিল? রবিবার ভারতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দেননি শুবমান গিল। সোমবার সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেন ভারতীয় অধিনায়ক। থ্রো-ডাউন দিয়ে অনুশীলন শুরু করেন তিনি। এর পরে স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ফিল্ডিং অনুশীলন করেন। ব্যাটিং শেষ করার পরে ফিল্ডিং ড্রিল চালিয়ে যান গিল। স্লিপ ও ক্লোজ-ইন ক্যাচের পাশাপাশি বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়িয়ে হাই ক্যাচ নেওয়ার অনুশীলনও করেন। এর পাশাপাশি চোট নিয়েও সতর্ক



থাকলেন গিল। ওয়ার্কলোডের কারণে মাঝে মাঝেই ঘাড়ের পেশিতে টান লাগে বা জড়তা বাড়ে তাঁর। তাই তিন ঘণ্টা অনুশীলনের মাঝে ঘাড়ে আলাদা করে মালিশও করান গিল। ওডিআই ও টেস্ট সিরিজের মাঝে যাতে চোট না পান, তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছেন ভারত অধিনায়ক। গিল ছাড়া স্পেশ্যালিস্ট ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র কেএল রাহুল সোমবার নেটে অনুশীলন করেন। স্থানীয় স্পিনার ও পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করেন গিলের সঙ্গে। রবিবার দীর্ঘক্ষণ বোলিং করার পরে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল অংশুল কম্বোজ, গুরনূর ব্রার ও আকিব নবিকে। প্রথমে উইকেটকিপিং গ্লাভস পরে অনুশীলন শুরু করেন রাহুল। দয়ানন্দ গারানি ও নুয়ান সেনেভিরত্নে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে থ্রো-ডাউন দেন তাঁকে। এর পরে ব্যাটিং প্যাড পরে গিলের সঙ্গে নেটে যোগ দেন। নিজের ব্যাটিং অনুশীলন শেষ করে বেশ কয়েকবার ইনসাইড-আউট ড্রাইভও খেলেন রাহুল। এ দিন ইডেন পার্কে জিম সেশন করেন বিরাট কোহলি। তবে ব্যাটিং বা ফিল্ডিং অনুশীলনে অংশ নেননি তিনি। রোহিত শর্মা ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ও ইনডোর প্র্যাকটিস সারেন। বুধবার সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগে মঙ্গলবার দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে অনুশীলনে নামার কথা এই দুই ব্যাটারের।

ব্রাজিল-উরুগুয়েকে এনে ৮৫ কোটির দেনা!

ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙার আবদার কল্যাণের, সদস্যদের চাপে পিছু হটলেন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বরঃ ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও পানামার মতো দলকে দেশে এনে ভারতীয় ফুটবলে রাতারাতি উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু জোয়ার তো দূর, উলটে সেই সমস্ত প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে অন্তত ৮০-৮৫ কোটি টাকার দেনার দায়ে জর্জরিত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আর সেই বিপুল ধার মেটাতে এবার ফেডারেশনের জমানো টাকায় অর্থাৎ, ফিক্সড ডিপোজিটে হাত দিতে চাইলেন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। কিন্তু রবিবার স্পেশাল জেনারেল বডি মিটিংয়ে এহেন প্রস্তাব দেওয়ামাত্র কার্যত মুখ পুড়ল তাঁর। সদস্যদের প্রবল আপত্তিতে আটকে গেল জমানো টাকা ভাঙার পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের বিপুল খরচের ধাক্কায় এআইএফএফ-এর ভাঁড়ার কার্যত শূন্য। আর সেই গর্ত বোজাতে রবিবার অনলাইনে আয়োজিত বিশেষ সাধারণ সভায় এফডি ভাঙার প্রস্তাব দেন কল্যাণ। কিন্তু এমন আবদার কানে যেতে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন সদস্যরা। তাঁদের সাফ কথা, চরম জরুরি অবস্থা ছাড়া ফেডারেশনের জমানো টাকায় হাত দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আসরে নামেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এনএ হরীশ। তিনি কল্যাণকে মনে করিয়ে দেন, এফডি না ভাঙার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছে এক্সিকিউটিভ কমিটি। সূত্রের খবর, সদস্যদের তোপের মুখে বেসামাল কল্যাণ প্রস্তাব দেন, আপকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আপাতত ফিক্সড ডিপোজিট থেকে টাকা তুলে দেনা মেটানো হোক। পরে বাইরের স্পনসর থেকে ফান্ড জোগাড় করে



সেই টাকা তিনি এফডিতেই ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। ফেডারেশনের এমন চরম আর্থিক অব্যবস্থা নিয়ে সরাসরি তোপ দেগেছেন প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল। তিনি কল্যাণকে তাঁরই পুরনো প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেন। প্রফুল্লর প্রশ্ন, আগের সভাতেই তো সভাপতি দাবি করেছিলেন যে প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের সমস্ত খরচ বাইরের স্পনসরের থেকে জোগাড় করা হবে! তাহলে এখন এফডি ভাঙার প্রসঙ্গ আসছে কেন? দেনার অঙ্ক এবং পাওনাদারদের কবে টাকা মেটানো হবে, সেই হিসেবও তলব করেন প্রাক্তন সভাপতি। একইসঙ্গে সাধারণ সদস্যদের সওয়াল, আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের শখ মেটাতে গিয়ে যদি ফেডারেশন ফতুর হয়ে যায়, তবে সন্তোষ ট্রফির মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্ট এবং ফুটবল উন্নয়নের কাজ চলবে কীভাবে? আর্থিক চুক্তিতে গোপনীয়তার শর্ত থাকার অজুহাতে এদিন সদস্যদের কাছে দেনার সঠিক পরিমাণ খোলসা করা হয়নি। তবে আপাতত হরীশ প্রস্তাব দিয়েছেন, সাধারণ সভার কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি ছোট কমিটি গড়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলবে। তারপর তা ফের এক্সিকিউটিভ কমিটির কাছে পাঠানোর পালা। এই গোটা বিতর্ক নিয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই কল্যাণের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি স্বভাবতই এ।য়ে যান। তাঁর সাফাই, ''এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক। বাইরের লোককে বলার মতো কিছুই নেই।'' সব মিলিয়ে, যিনি একদা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রীতি ম্যাচের জন্য ফেডারেশনের এক পয়সাও খরচ হবে না, তাঁর আমলেই এবার ভাঁড়ারে টান। ব্রাজিল-উরুগুয়ের দর্শনের বিনিময়ে ভারতীয় ফুটবলের কপালে যে আরও বিস্তর দুর্ভোগ লেখা আছে, রবিবারের বৈঠক যেন তারই অশনিসংকেত।

‘শ্রীলঙ্কা সিরিজকে হালকাভাবে নিও না’

বৈভব-ইস্যুতে সুর চড়ালেন শ্রীকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে ভারত। প্রথম তিন ম্যাচে দাপুটে জয়ের পর শেষ দুটিতে হারলেও, সিরিজ জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। এরপর আগামী ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে নামবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে প্রায় এক মাসের বিরতি পাচ্ছেন দলের টি-টোয়েন্টি স্পেশালিস্টরা। আর এই বিরতিকে যেন কেউ হালকাভাবে না নেন, সে বিষয়ে কড়া বার্তা দিলেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে বৈভব সূর্যবংশীকে না খেলানো নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের কড়া সমালোচনায় ফের সরব প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। হ্যামিল্টনে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের উদ্দেশে গম্ভীর বলেন, ''সিরিজে তোমাদের পারফরম্যান্স নিয়ে আমি গর্বিত। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে মাত্র একদিনের প্রস্তুতি নিয়ে ওদের হারানোটা একটা দুর্দান্ত কৃতিত্ব।'' এরপরই আগামী মাসের শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রসঙ্গ তুলে জুড়ে দেন, ''আমরা খুব বেশি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলি না। এখন এক মাসের বিরতি রয়েছে। এই সময়ে সবাই নিজেদের ফিটনেস ধরে রেখে শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নেবে। কোনও প্রতিপক্ষকেই হালকাভাবে নেওয়া চলবে না। আমাদের দল হিসেবে আরও উন্নতি করতে হবে।'' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি ম্যাচ জিতে



সিরিজ নিশ্চিত হওয়ার পরেও, শেষ দুটি ম্যাচে দলে কোনও পরিবর্তন করেনি ভারত। সুযোগ জোটেনি বৈভব সূর্যবংশীর। ঈশান কিষান চোট পাওয়ার সুবাদে দুটি ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন বৈভব, যেখানে একটি খেলায় অভিষেক শর্মার সঙ্গে রেকর্ড পার্টনারশিপও গড়েন। এই প্রসঙ্গে গম্ভীর ও টিম ম্যানেজমেন্টকে একহাত নিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীকান্ত বলেন, ''বৈভবকে ধারাবাহিকভাবে সুযোগ দেওয়া উচিত। ওকে বসিয়ে রেখে ওর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করা হচ্ছে।'' তাঁর দাবি, আইপিএলে ৭৭৬ রান করে সর্বোচ্চ রানশিকারি হওয়া সত্ত্বেও বৈভব সে ভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে সুযোগ পাচ্ছেন না। আয়ারল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তুলনামূলক দুর্বল বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধেও বৈভবকে খেলানো হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। শ্রীকান্তের মতে, ''সঞ্জু স্যামসন দারুণ খেলেছে ঠিকই, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে বোলিং ভারতে এসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে এই বয়সে আমিও রান করে দিতাম।'' প্রাক্তন তারকার আরও দাবি, শুধু টি-টোয়েন্টি নয়, বৈভবকে ভারতের ওয়ানডে দলেও সুযোগ দেওয়া উচিত, কারণ তিনি সব স্তরেই রান করে দেখিয়েছেন।

১৪ বছরে লিভারপুলের আঙিনায় প্রথম জয় আর্সেনালের

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২ নভেম্বরঃ অ্যানফিল্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে, লিগ টেবিলের শীর্ষেও ফিরেছে আর্সেনাল। পুরো ম্যাচেই আর্সেনালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আক্রমণ করেছে লিভারপুল। ৫৫ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে আয়োজকরাই বরং গোলের জন্য বেশি শট নিয়েছে। কিন্তু অবাক করা বিষয়, তাদের ১৭ শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। আর্সেনাল ১০টি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। লিভারপুলের মাঠে এর আগে সতীর্থের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে ডান দিক থেকে দূরের পোস্টে বল বাড়ান ডেক্লান রাইস, আর নিচু শটে গোলটি করেন হাভার্টজ। আট মিনিট পর দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন এই জার্মান। কিন্তু ব্রুনো গিমারাইসের কোনাকুনি শট পোস্টের কাছ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় টোকাটা দিতে পারেননি তিনি। পিছিয়ে পড়ার পর, ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় লিভারপুল। ৩৯তম মিনিটে ডি-বক্সের বাঁ দিকে ফ্রি কিক পেয়ে দূরের পোস্টে শট নেন ফ্লোহিয়ান ভিয়েস, ক্রসবারে সেটা প্রতিহত হয়।



সবশেষ ২০১২-১৩ মরসুমের প্রিমিয়ার লিগে জিতেছিল আর্সেনাল, ২-০ গোলে। ৯ ম্যাচে আট জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। ২১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। তিন নম্বরে ব্রাইটনের পয়েন্ট ১৯ এবং তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে চতুর্থ স্থানে চেলসি। দ্বিতীয় হারের স্বাদ পাওয়া লিভারপুল ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে পঞ্চম স্থানে। ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগেই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। নিজেদের সীমানায় লিভারপুল পজেশন হারানোর পর, তিন মিনিট পর ফাঁকায় বল পেয়েও হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আলেক্সিস মাক আলিস্তের। দ্বিতীয়ার্ধেও চলতে থাকে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ, কিন্তু কেউই ভালো কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। ৭৩তম মিনিটে দূরের পোস্টে জোরাল শট নেন ক্রিস্তস জলিস, ঝাঁপিয়ে সেটা আটকে ব্যবধান বাড়তে দেননি আলিসন। বাকি সময়েও খেলা একইভাবে এগিয়ে যায়, কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি লিভারপুল। নিশ্চিত কোনো সুযোগই আর তৈরি করতে পারেনি তারা।

মাত্র ২০ বছরে ফর্মুলা ওয়ানের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কিমি আন্তোনেল্লি



সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো সিটি, ২ নভেম্বরঃ রূপকথার জন্ম নিল মেক্সিকো সিটির ট্র্যাকে। বয়স মাত্র ২০ বছর ৬৪ দিন। তবু বাকি তারকাদের ছাপিয়ে ফর্মুলা ওয়ানের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়লেন মার্সিডিজের তরুণ তুর্কি কিমি আন্তোনেল্লি। মেক্সিকো গ্রাঁ প্রি-তে তৃতীয় স্থান অধিকার করেই পরলেন বিশ্বজয়ের মুকুট। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল কিংবদন্তি সেবাস্তিয়ান ভেটেলের দখলে। ভেনেতলের সেই নজির তিন বছরেরও বেশি ব্যবধানে ভেঙে দিলেন এই ইতালিয়ান ড্রাইভার। সেইসঙ্গে দীর্ঘ সাত দশক পর, ১৯৫৩ সালের পর প্রথম কোনও ইতালিয়ান হিসেবে এফ-১ ওয়ার্ল্ড টাইটেল জিতলেন আন্তোনেল্লি। মেক্সিকো গ্রাঁ প্রি-র উত্তেজনার শেষ ছিল না। রেড বুলের ম্যাক্স ভেরস্টেপেন এই রেসে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ফেরারি তারকা লুইস হ্যামিল্টন হন দ্বিতীয়। আর তৃতীয় স্থানে থেকেই নিজের কেরিয়ারের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করেন আন্তোনেল্লি। রেসের মাঝপথে বড় দুর্ঘটনা এবং লাল পতাকার কারণে বেশ কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। তবে মানসিক চাপ ও স্নায়ুর লড়াইয়ে একচুলও মেজাজ হারাননি ইতালির বিস্ময় বালক। রেস শেষে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। জানান, চোখের জলের কারণে শেষ ল্যাপে সামনের ট্র্যাক দেখতেও সমস্যা হচ্ছিল। ইতালির এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা আন্তোনেল্লির এই যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না। তাঁর বাবা মারকো আন্তোনেল্লি নিজেও একজন প্রাক্তন রেসার। ছোটবেলা থেকে বাবার গ্যারেজের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বড় হয়েছেন কিমি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে প্রথম গো-কার্টে হাতখড়ি। এরপর জুনিয়র ক্যাটাগরি থেকে শুরু করে ফর্মুলা ফোর এবং ফর্মুলা রিজিওনালে একের পর এক চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নজর কেড়ে নেন তিনি। এই অসাধারণ প্রতিভা দেখে মার্সিডিজ দলের বস টোটো ওলফ তাঁকে সরাসরি দলে টেনে নেন। গত বছর লুইস হ্যামিল্টন দল ছাড়ার পর মার্সিডিজের মূল ড্রাইভার হিসেবে অভিষেক ঘটে আন্তোনেল্লির। শুরুতে কিছুটা খাপছাড়া লাগলেও, চলতি সিজনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। মরশুমের প্রথম ১১টি রেসের মধ্যে ছটি পোল পজিশন ও ছটি রেস জিতে আগেই শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। অবশেষে মেক্সিকোর মাটিতে দাঁড়িয়ে এই ঐতিহাসিক সাফল্যে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা রেসিং দুনিয়া। ম্যাক্স ভেরস্টেপেন এবং লুইস হ্যামিল্টনের মতো বিশ্বসেরা ড্রাইভাররাও এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভবিষ্যতে আন্তোনেল্লি ফর্মুলা ওয়ানের আঙিনায় আরও বড় ইতিহাস লিখবেন, এমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল।

‘৩৬ বছরের ভুবির চেয়ে ময়াঙ্ককে খেলালে লাভ হতো’, নির্বাচকদের তোপ ইরফানের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বরঃ নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-২ ব্যবধানে জিতলেও কয়েকটা চিন্তা টিম ইন্ডিয়াকে ভাবাবে। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার পর শেষ দুটি ম্যাচে যেভাবে ভারতকে হারতে হয়েছে সেটা ড্রেসিংরুমকে অস্বস্তিতে রেখেছে। বিশেষ করে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে দল ট্রফি ঘরে তুললেও, শেষ দিকের ছন্দপতন নিয়ে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পড়েছে টিম ইন্ডিয়ার রণকৌশল। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভুবনেশ্বর কুমারকে সুযোগ দেওয়া। এই বিষয়ে মুখ খুললেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পেসার ইরফান খান। ইরফান পাঠান নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, দীর্ঘ চার বছর পর সিনিয়র পেসার ভুবনেশ্বর কুমারকে টি-টোয়েন্টিতে ফেরানোর সিদ্ধান্তটি দিশাহীন ছিল। ভুবনেশ্বরের মতো অভিজ্ঞ বোলার কিউয়ি কন্ডিশনে নিজের সেরা রূপ মেলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ইরফান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সমালোচনার কারণ ভুবির ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নয়, বরং সিলেকশন কমিটির অপরিকল্পিত পদক্ষেপ। ইরফান বলেন, ''আমার মতে নির্বাচকরা এই সিরিজে ভুবনেশ্বর কুমারকে দলে নিয়েই ভুল করেছেন। দেখুন, ভুবি যে একজন উঁচু মানের বোলার এবং সিনিয়র খেলোয়াড়, তা নিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন সামনে নেই, তখন ওকে এই ফরম্যাটে খেলানোর যুক্তিটা ঠিক কী? যদি আপনারা ভুবিকে আসন্ন ৫০ ওভারের ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করতে চাইতেন, সেটার যুক্তি থাকত।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''ভুবনেশ্বরকে খেলিয়ে আপনারা একঝাঁক তরুণ পেসারকে ম্যাচ টাইম ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলেন। ওর জায়গায় একজন তরুণ পেসার খেললে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারত। মায়াঙ্ক যাদব সবকটি ম্যাচ খেলে আন্তর্জাতিক এক্সপোজার পেতে পারত, সুযোগ পেতে পারত প্রিন্স যাদবও। নিউ জিল্যান্ডের মতো কঠিন মাটিতে নিজেদের ফাস্ট বোলারদের পরিণত করে তোলার এক বড় সুযোগ মিস করল ভারত।'' ভুবনেশ্বর কুমার ৪টে ম্যাচে ১৮০ রান দিয়ে মাত্র এক উইকেট নেন। যেটা মোটেও তাঁর কাছে প্রত্যাশিত কামব্যাক ছিল না। যদিও ভুবনেশ্বর জানিয়েছেন তিনি এত কিছু নিয়ে ভাবছেন না। সমর্থকরা আশা করছেন তিনি দেশের মাটিতে খেলতে নামলে হয়তো ছবিটা অন্যরকম হবে।

দুর্দান্ত গোল করে ও করিয়ে মায়ামিকে চ্যাম্পিয়ন্স কাপের লড়াইয়ে রাখলেন মেসি

আগের দুই ম্যাচে গোল নেই। এই ম্যাচেও ৮২ মিনিট পর্যন্ত জালের দেখা পেলেন না লিওনেল মেসি। দলও ডুবে ছিল হতাশায়। সেই আঁধারে যথারীতি আলোর জোয়ার বয়ে আনলেন সেই মেসিই। নান্দনিক এক গোল করে গড়ে দিলেন ম্যাচের ভাগ্য। দারুণ এক জয়ে ২০২৭ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে খেলা নিশ্চিত করল ইন্টার মায়ামি।

সংবাদ সংস্থা, ফক্সবরো, ২ নভেম্বরঃ মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের দ্বিতীয় স্থানে থাকার মহাগুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নিউ ইংল্যান্ড রেভোলুশনকে ২-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। মায়ামির দুটি গোলই আসে মেসির ছোঁয়া। পিছিয়ে পড়ার পর অধিনায়কের হেড থেকেই বল পেয়ে হেডে গোল করেই দলকে সমতায় ফেরান হার্মান বের্তেরামে। গোলের তালিকায় আগে থেকেই শীর্ষে থাকা মেসির গোল হলো এখন ২৬টি। অ্যাসিস্টের তালিকায় তিনি দুইয়ে আছেন ১৬টি নিয়ে। টানা তৃতীয়বার লিগের 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' পুরস্কার জেতাটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার আর্জেন্টাইন জাদুকরের জন্য। মেসির গোল না পাওয়া আগের দুই ম্যাচে জিততে পারেনি মায়ামি। এই জয়ে ৩৩ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা উঠে এসেছে দুইয়ে। ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নেমে গেছে নিউ ইংল্যান্ড। নিয়মিত মরসুমে ম্যাচ বাকি আছে আর একটি। নিয়মিত মরসুমে পয়েন্ট টেবিলের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্লেঅফেও। জয়টি তাই জরুরি ছিল মেসিদের জন্য। নিউ ইংল্যান্ডের



মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধে দাপট ছিল তাদেরই। গোলে ছয়টি শট নেয় তারা, কর্নার পায় পাঁচটি। তবে গোলশূন্য রেখে প্রথমার্ধ শেষ করতে পারে মায়ামি। ৫৩তম মিনিটে ড্যানিয়েল গাজডাগের গোলে এগিয়ে যায় নিউ ইংল্যান্ড। ৬৪তম মিনিটে গোল শোধের খুব কাছে যায় মায়ামি। বক্সের ভেতর দুজনকে কাটিয়ে বাঁপায়ের জোরাল শট নেন মেসি। নিউ ইংল্যান্ডের গোলকিপার ম্যাট টার্নার দারুণভাবে ডাইভ দিয়ে ফেরালেও কাছেই ছিলেন বের্তেরামে। তার শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন নিউ ইংল্যান্ডের ব্রুকলিন রেইন্স। সেই বের্তেরামেই দলকে সমতায় ফেরান চার মিনিট পর। বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার চিপ করেন তেলাস্কো সেগোভিয়া। গোলমুখে হেড করে বল ঠিক পেছনেই থাকা বের্তেরামের দিকে পাঠান মেসি। আর্জেন্টাইন বংশোদ্ভূত মেক্সিকান ফরোয়ার্ড অনেকটা লাফিয়ে হেডে বল পাঠান জালে। ৮০তম মিনিটে বের্তেরামের আরেকটি দারুণ হেড একটুর জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। মিনিট তিনেক পরেই ম্যাচে ব্যবধান গড়ে দেওয়া সেই গোল, যেটির কারিগর মেসি নিজেই। প্রায় ৩০ গজ দূরে যখন তিনি বল পেলেন, তাকে ঘিরে আছেন তখন প্রতিপক্ষের তিনজন। তাদের মধ্য থেকেই চেনা জাদুর ছোঁয়ায় ড্রিবল করে বল নিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে যান তিনি। বক্সের মাথায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সেগোভিয়া। প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারকে দারুণ বুদ্ধিমত্তায় আড়াল করে বলে আলতো স্পর্শে মেসিকে পথ তৈরি করে দেন তিনি। মায়ামি অধিনায়ক চকিতে বক্সে ঢুকে দুজনের মধ্য থেকে গড়ানো শটে পরাস্ত করেন গোলকিপারকে। নিউ ইংল্যান্ড অবশ্য ম্যাচে সমতা ফিরিয়েই ফেলেছিল। ৮৭তম মিনিটে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে হেডে নিজেদের জালেই ঢুকিয়ে দেন মায়ামির ডিফেন্ডার ইয়ান ফ্রে। তবে মাঠের পাশে মনিটর দেখে অফসাইড দেন রেফারি। রক্ষা পায় মায়ামি। এই ম্যাচ না জিতলে চ্যাম্পিয়ন্স কাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য শেষ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো মেসিদের।

পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণের একমাত্র ভরসাযোগ্য ও নিরাপদ ঠিকানা

THE GITANJALI Experience the soul in Purulia

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট



Vill : Tilaitanr, PO.: Kadampur, PS : Arsha, Beside Tilaitanr Water Tank, Ajodhya, Purulia, pin : 723201

১. প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত কটেজে থাকার ব্যবস্থা।
১. অতিথিদের জন্য দেশী মুরগি, দেশী খাসির মাংস, পছন্দসই চাইনিজ আইটেম, বাঙালি খাবার পাওয়া যায়।
৩. গাড়ি– পিক আপ, সাইট সিইং, ড্রপ এর ব্যবস্থা আছে। সৎ ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাইড করেন।
৪. স্থানীয় সংস্কৃতি – ছৌ নাচ, আদিবাসী নাছ, পাতা নাচ এর ব্যবস্থা আছে।









8334826975/9875658238 gitanjaliforestretreat@gmail.com

CHECK IN: 10:00 AM & CHECK OUT: 9:00 AM

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com